CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 27 April, 2024 ■ আগরতলা ২৭ এপ্রিল ২০২৪ ইং ■ ১৪ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ পৃষ্ঠা-১

পূর্ব লোকসভা আসনে রাত ৮টার তথ্য অনুযায়ী ভোট পড়েছে ৮০.৩২ শতাংশ

হিংসামুক্ত পরিবেশে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন ঃ সিইও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল ।। ত্রিপুরায় ১৮তম লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হয় শুক্রবার সকাল ৭টা থেকে। ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার সাথে বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা গেছে। তবে, কয়েকটি স্থানে ইতিমধ্যে ইভিএম বিকলের ফলে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হয়।

আজ পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে নির্বাচন শুরু হয়েছে। প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। তবে, কয়েকটি স্থানে ইতিমধ্যে ইভিএম বিকলের ফলে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হয়।

লোকসভা নির্বাচনে ভোটগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরুতেই ৪৭ আমবাসা বিধানসভার অন্তর্গত ৯ নং বুথ কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া প্রায় এক ঘন্টা পিছিয়ে পড়ে। প্রিসাইডিং অফিসারের জানিয়েছেন, ইভিএম মেশিনের ব্যাটারি বিকল হয়ে পড়ায় ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হতে বিলম্বিত হয়। এদিকে, কুমারঘাটে একটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে শুরুতেই ইভিএম মেশিন নষ্ট হওয়ার অভিযোগ উঠেছে।পরে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি। তাছাড়া, সাব্রুম মনু বিধানসভা কেন্দ্রের ৩৯/৩৬ বুথে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিলম্ব। বুথের বাইরে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভোটাররা। করবুক বিধানসভা কেন্দ্রের ১৩ নং বুথে বিকল ইভিএম মেশিন। ২৪৭ টি ভোট কাস্টিং এর পর মিশন বিকল হওয়ার ফলে আটকে আছে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটারদের তীব্র তাপদাহের মধ্যে নাজেহাল হতে হচ্ছে।

খোয়াই জেলার ২৪ রামচন্দ্র ঘাট বিধানসভার ৩৯ নং পোলিং স্টেশনে (পূর্ব রামচন্দ্র ঘাট কলোনী জেবি স্কুল) ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের এক ঘন্টা পরে। ভোট গ্রহণের পূর্বে মকফল করার সময় ইভিএম মেশিনের ব্যাটারি লো থাকায় মেশিন পরিবর্তন করে নতুন মেশিন আনার পর ভোট গ্রহণ শুরু হয় সকাল আটটা থেকে।

এদিকে, ২-ত্রিপুরা পূর্ব (এসটি) সংসদীয় নির্বাচনী ক্ষেত্রে রাত ৮টা পর্যন্ত পাওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ৮০.৩২ শতাংশ ভোট পড়েছে। কিছু কিছু ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এখনও ভোটগ্রহণ চলছে। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনীত আগরওয়াল একথা জানান। প্রথম পর্যায়ের মতো দ্বিতীয় পর্যায়েও আজ ভোটারগণ শান্তিপূর্ণভাবে ভয়মুক্ত পরিবেশে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করায় মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ভোটারদের ধন্যবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক নির্বাচনে সহযোগিতা করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, প্রার্থীগণ ও সংবাদমাধ্যমকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সবার সহযোগিতার জন্যই গত ১৯ এপ্রিল প্রথম পর্যায়ে এবং আজ দ্বিতীয় পর্যায়েও হিংসামুক্ত পরিবেশে ভোটগ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। আগামী ৪ জুন, ২০২৪ রাজ্যের ২০টি গণনা কেন্দ্রে ২টি সংসদীয় ক্ষেত্রের ভোটগণনা করা হবে।

পূর্বে নির্বাচন জনগনের কাছে চ্যালেঞ্জের ঃ জিতেন্দ্র চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। রাজীব ভট্টাচার্যকে দানব শিশু বললেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। বাড়ি বাড়ি আক্রমণ করা, বিরোধী দলের পোলিং এজেন্টদের ভোট কেন্দ্র থেকে বার করে দেওয়া এটাই শেখায় বিজেপি? এটাই কি রাষ্ট্রবাদ? প্রশ্ন করলেন জিতেন্দ্র চৌধুরী।

উল্লেখ্য পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ভোট গ্রহণ পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর বিরোধীদের দ্বারা বিভিন্ন জায়গায় হামলা-হুজ্জতির অভিযোগের উত্তরে বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য বলেছিলেন বিরোধীরা বিভিন্ন অভিযোগ তুলে শিশুসুলভ আচরণ করছে। তারই উত্তরে জিতেন্দ্র চৌধুরী রাজীব ভট্টাচার্য্যকে বলেন' তিনি কোন শিশু? দানব শিশু নাকি?' ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিপূর্ণ ভোট সম্পন্ন হওয়ায় জনগনকে ধন্যবাদ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল ।। শুক্রবার পূর্ব লোকসভা আসনের ভোট দান পর্ব। এই আসনে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল কৃতি সিং দেববর্মনকে। শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রদেশ বিজেপির তরফে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের তীব্র দাবদাহকে উপেক্ষা করে ভোট দান করায় ভোটার সহ ভোট কর্মী এবং প্রশাসনিক কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, মন্ত্রিস সুশান্ত চৌধুরী সহ প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী।

প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য বলেন, এই আসনে পশ্চিম আসনের ন্যায় ভোটাররা উৎসবের আমেজের ভোট দিয়েছেন। কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। তিনি বলেন বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে গড়ে ৭৯.৫৫ শতাংশ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ১০০ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে ঃ স্পষ্টিকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল ।। ২-ত্রিপুরা পূর্ব (এসটি) সংসদীয় ক্ষেত্রে ভোট গ্রহণপর্ব আজ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। ভোট গ্রহণের শেষে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দেখা যায় দুইটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ১০০ শতাংশের বেশি ভোট হয়।

২৫-খোয়াই বিধানসভার ২৯ নং বুথে ১০০.৮৪ শতাংশ ভোট হয়। এই ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে মোট ভোটার ৪৭৯ জন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোট দিলেন বিশিষ্টজনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল ।। ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। এদিন তিনি ভোট দিয়ে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ১০০ শতাংশ শান্তিপূর্ণ ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে৩। সিপিএম কংগ্রেস শুধু অভিযোগের নাম করে ধর্মনগরকে যুদ্ধক্ষেত্র বানিয়ে রেখেছিল।

এদিন তিনি বলেন, বামেদের কোচিংয়ে খেলা শিখেছে বিজেপি। পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ১০০ শতাংশ শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে। রাজ্যে নিরাপত্তার বলয়ের মধ্যে দিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে জনগণ। সিপিএম যে স্টাইলে রাজনীতি শিখিয়েছে। সেই স্টাইলে রাজনীতি করছে বিজেপি বলে, দাবি করলেন তিনি।

এদিকে, ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। মনু বিধানসভার ৮ নম্বর বুথ গার্ধাং দ্বাদশ স্কুলে ভোট দিলেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, রাজ্যের বিশাল সংখ্যাক ভোটার সকাল সকাল নিজেরদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। ব্যাপক উৎসাহের মধ্যে দিয়ে জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন।

তাঁর দাবি , বিজেপি সরকার জনবিছিন্ন হয়ে পড়েছে। বহু ভোট কেন্দ্রে সিপিএমের পোলিং এজেন্টদের ঢুকতে বাধা প্রদান করা হয়েছে। এবিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে জানানোর পর দ্রুততার সহিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। পূর্ব ত্রিপুরা আসনে ছাপ্পা ভোট দেওয়া শাসক দলের সম্ভব হবে না বলে দাবি করেন তিনি।

অন্যদিকে, ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন সস্ত্রীক মন্ত্রী সুধাংশু দাস। ভোট দিয়ে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী , এখন শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। এদিন তিনি বলেন, বিশ্বের বৃহত্তম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোটের টুকিটাকি

ভোট বয়কট, পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল ।। উন্নয়নের ছোঁয়া না লাগায় ভোট বয়কট করেছেন জনগণ।খোদ এলাকাবাসী রাস্তা আবরোধ করে রাখেন।

রাস্তা, বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছে অম্পিনগর, ৪৪ রাইমাভ্যালির ৫ নং বুথের সদাই পাড়ার সহ ৫টি পাড়ার ভোটারা। তাঁরা রাস্তা আবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থালে ছুটে গিয়েছে প্রশাসনের ভোটের কাজে নিযুক্ত আধিকারিকরা।

তাঁদের অভিযোগ, প্রতি বছর ভোট আসে ভোট চলে যায়। কিন্তু গ্রামের পানীয় জল এবং রাস্তা ঘাটের উন্নতি করা হচ্ছে না। জনপদে পরিশ্রুত পানীয় জলের কোন সুবন্দোবস্ত করা হয়নি আজও। ডিডাব্লিউএস দপ্তর থেকে কিছুটা অংশে জলের পাইপ লাইন টানা হয়েছে কিন্তু সেই পাইপ দিয়ে আজ পর্যন্ত জল আসেনি। জলের পরিবর্তে হাওয়া বের হচ্ছে। আজ পর্যন্ত কোন বিধায়ক এই জনপদে পা ফেলননি। রাজনৈতিক দলের নেতাদের ও আনাগোনা দেখা যায় না। ফলে গ্রামের মানুষের একমাত্র ভরসা হল অপরিশুদ্ধ ছড়ার জল, কিংবা মাটি গর্ত করে জমানো জল।গ্রামে কোন ছড়া না থাকার কারনে প্রায় দেড় থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার পথ পায়ে হেটে জল সংগ্রহ করতে হয়। নোংরা জল করার ফলে বিভিন্ন জল ঘটিত রোগে গ্রামবাসীদের আক্রান্ত হতে হচ্ছে। তাছাড়া, গ্রামে প্রবশের জন্য কোন পাকা রাস্তা নেই।একটি মাটির রাস্তা রয়েছে। রাস্তাটি দীর্ঘ দিন সংস্কার করা হয়নি।ফলে অল্প বৃষ্টিতে কদমাক্ত হয়ে রাস্তায় উপর এক হাঁটু কাঁদা জমে যায়।কাদা পেরিয়ে আসা যাওয়া করতে হয়।চিকিৎসার জন্য কাউকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলেও চরম দুর্ভোগের শিকার হন গ্রামের মানুষ।গ্রামে সবত্র বিদ্যুৎ নেই। হাতে গোনা কয়েকটি বাড়িতে বিদ্যুৎ লাইন রয়েছে।

নির্বাচন বিধি লঙ্ঘন বরখাস্ত ৩ কর্মচারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৬ এপ্রিল।। নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে আরও ৩ জন সরকারি কর্মচারিকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিকারের অধিকর্তার এক আদেশে আমবাসার কুলাই এসবি স্কুলের স্নাতক শিক্ষক প্রব্রাজিকা রায়কে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করেছেন। প্রব্রাজিকা রায় বর্তমানে কমলপুর মহকুমার লাম্বুছড়া হাইস্কুলে ডেপুটেশনে রয়েছেন। প্রব্রাজিকা রায়কে ৪৬-সুরমা (এসসি) বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের কাজে ফার্স পোলিং অফিসার হিসেবে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছিল। দায়িত্বে থাকাকালীন ক্যামেরার সামনে তিনি একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের নাম করে বক্তব্য রাখেন। তাই তাকে ২-ত্রিপুরা পূর্ব (এসটি) সংসদীয় ক্ষেত্রের রিটার্নিং অফিসারের সুপারিশক্রমে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

এছাড়া নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে মধ্যশিক্ষা অধিকারের অধিকর্তার স্বাক্ষরিত এক আদেশে বিশালগড় ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষক সমীর রঞ্জন দেব এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টারের এআইজিপি- এর স্বাক্ষরিত আদেশে টিএসআর-এর দশম ব্যাটেলিয়ানের রাইফেলম্যান (জিডি) শুভঙ্কর দেবরায় ওরফে সুতন দেবরায়কে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

প্রাক্তন বিধায়ক পোলিং এজেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৬ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা রাজ্যের নির্বাচনী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক অনন্য নজির স্থাপন করলেন দুইবারের বাম বিধায়ক মনীন্দ্র চন্দ্র দাস।

যে কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে এককালে বামপন্থীদের ব্যাপক প্রভাব ছিল, বর্তমান সময়ে সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রে বামেরা রীতিমতো অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। এর নজির এবার ব্যাপক জোরালো ভাবেই স্থাপিত হয়েছে কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের ৪৭ নম্বর পোলিং বুথে। সংশ্লিষ্ট পোলিং বুথে ইন্ডিয়া জোটের বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং এর হয়ে এজেন্ট হতে দেখা গেছে এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক মনীন্দ্র চন্দ্র দাসকে।

প্রাক্তন বিধায়ক নিজেই এজেন্ট হয়েছেন এই বিষয়টা নিয়ে আজ দিনভর কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় রীতিমতো আলোচনার ঝড় ওঠে, অনেকে দাবী করছেন বামপন্থীদের সাংগঠনিক অবস্থা এত তলানিতে গেছে যে দুইবারের বিধায়ককেই এজেন্টের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে।

ভোট কেন্দ্রে পড়ে মাথা ফাটলো মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২৬ এপ্রিল ।। ভোট কেন্দ্রে মাথা ফেটে রক্তাক্ত এক মহিলা ভোটার।পাবিয়াছড়া বিধানসভার আওতাধীন কুমারঘাট এসডিও, পিডাব্লুইই অফিসের ১০ নং বুথে ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে , কুমারঘাট শিব তলি এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা চামিলি দে ভোট দিতে গিয়ে লাইনে দাঁড়ানোর সময় আচমকা পড়ে গুরুতর আহত হয়েছেন। সাথে ওই এলাকার অন্য এক মহিলা মায়া পালও আহত হয়েছেন। সাথে সাথে আহত ব্যক্তিকে কুমারঘাট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখান থেকে ফটিকরায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর কৈলাসহর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করে।

প্রিসাইডিং অফিসার বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যানপুর, ২৬ এপ্রিল ।। নাম নিরঞ্জন পাল, দায়িত্ব পালন করছিলেন ২৭ এর ৪৪ নম্বর বুথে প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে। তবে অভিযোগ ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সময় থেকেই নানানভাবে গোটা প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে চলেছিলেন প্রিসাইডিং অফিসার। সবচেয়ে মারাত্মক অভিযোগ হচ্ছে একাংশ ভোটারকে ভোট না দিয়ে বাড়িতে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিলেন প্রিসাইডিং অফিসার মহাশয়। পরবর্তী সময়ে গোটা বিষয়টা সংবাদ মাধ্যমের নজরে আসার পর সংবাদ মাধ্যমের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরে বিষয়টা নিয়ে যাওয়া হয়।

মুহূর্তের মধ্যেই সেক্টর অফিসার তপন দাস সংশ্লিষ্ট পোলিং স্টেশনে হাজির হন এবং উপস্থিত ভোটারদের সাথে কথা বলে এবং যাবতীয় বিভিন্ন বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৭০ ◻ সংখ্যা ১৯৫ ◻ ২৭ এপ্রিল ২০২৪ ইং ◻ ১৪ বৈশাখ ◻ শনিবার ◻ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

কৃষি জমি কমিতেছে!

সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানুষ যত উন্নত হইতেছে ততই সমতল এলাকার কৃষি উপযোগী জমি বেদখল হইতেছে। সাড়া বিশ্বজুরিয়া যোগ্য জমি ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে। চাষযোগ্য জমি কমিয়া যাওয়ার ফলে ফসল উৎপাদন ক্রমশ কমিতেছে। অপরদিকে জনসংখ্যা জনবিস্ফোরণের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে। পরিবেশের ভারসাম্য ক্রমশ বিনষ্ট হইবার ফলশ্রুতিতে বিশ্ব উষ্ণায়ন ক্রমশ বাড়িতেই। উষ্ণায়নের ফলে কৃষি জমিতে উৎপাদন ব্যাহত হইতেছে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশ কমিতেছে। জনবসতি বৃদ্ধির ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণও ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। তাহাতে খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্যের চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। ১২৬টি দেশের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখিয়া এই প্রথম ইউএনসিসিডি খরা সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতেই উঠিয়া আসিয়াছে এই উদ্বেগজনক চিত্র। বলা হইয়াছে, ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে খরার জেরে ৩৬ শতাংশের বেশি চাষযোগ্য জমি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল ভারতে। শুধু ২০১৯ সালেই ৩ কোটি ৫১ লক্ষ হেক্টর জমির গুণমান নষ্ট হইয়াছিল। পরিমাণের দিক দিয়া যাহা ভারতের মোট কৃষিজমির ৯.৪৫ শতাংশ।বিশ্বের চিত্রটি আরও ভয়াবহ। রিপোর্টে বলা

হইয়াছে, ২০১৫ থেকে ২০১৯ সালে প্রতি বছর বিশ্বে ১০ কোটি হেক্টর কৃষিজমি নষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ প্রতি বছর প্রায় গ্রিনল্যান্ডের সমান আয়তনের কৃষিজমি হারাইয়াছে গোটা বিশ্ব। সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তেই এটা ঘটিয়াছে। তবে পূর্ব ও মধ্য এশিয়া, লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ সবচেয়ে বেশি চাষযোগ্য জমি খুইয়াছে। চার বছরে খরার জেরে প্রায় ২০ শতাংশ জমি হারাইয়াছে বিশ্বের এই অংশ। খরার জেরে কৃষিজমি কমায় বিশ্বের ৪.৭ শতাংশ মানুষর খাদ্য নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। উদ্বেগের আরও কারণ রহিয়াছে। রিপোর্টে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, এইভাবে কৃষিজমি কমিতে থাকিলে মানব সভ্যতার শিয়রে শমন অবস্থা হইবে। বলা হইয়াছে, জমি হারানোর এই প্রবণতা চলিতে থাকিলে ২০৩০ সালের মধ্যে ১৫০ কোটি হেক্টর কৃষিজমি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালাইতে হইবে। জনক সংখ্যানুপাতে খাদ্য শস্য উৎপাদন বজায় রাখিতে হইলে আমাদেরকে পরিবেশ সুস্থ রাখার জন্য আরো সচেতন হইতে হইবে। পরিবেশের উপর নির্বিচারে অত্যাচার অব্যাহত রাখিলে উষ্ণায়ন দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইবে। বৃষ্টিপাত হ্রাস পাইবে। বিশ্বের সর্বত্র খরা পরিস্থিতি আরো চরম আকার ধারণ করিবে। খোরার কবলে পরিয়া ফসল উৎপাদন আরো কমিয়া যাইবে। একদিকে সারা বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অন্যদিকে চাহিদা মত ফসল উৎপাদন করা সম্ভব না হইলে দেশে এবং সারা বিশ্ব জুড়িয়া ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে। অতএব সাধু সাবধান। সময় থাকিতে প্রত্যেককে সচেতন হইতে হইবে। অন্যথায় ভয়ংকর পরিস্থিতির জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

কীভাবে এয়ার কন্ডিশনার বিশ্বকে বদলে দিয়েছে

ভেবে দেখুন, যদি এমন হয় যে আমরা আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি- একটি বোতাম চাপতেই পরিবেশ আমাদের ইচ্ছেমত উষ্ণ বা শীতল, আর্দ বা শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। পরিবেশের ওপর এর প্রভাব বিশাল হতে পারে। কেননা এমনটা হলে আর কোনো খরা বা বন্যা হবে না, তাপপ্রবাহের হাঁসফাঁস নেই বা বরফ জমে রাস্তা বন্ধ হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হবে না।

মরুভূমি হয়ে উঠবে সবুজ শ্যামল। ফসল কখনই নষ্ট হবে না। প্রকৃতপক্ষে জলবায়ু পরিবর্তন জলবায়ুকে হ্যাক করার কিছু উদ্ভট ধারণার জন্ম দিয়েছে। যেমন উপরের বায়ুমণ্ডলে সালফিউরিক অ্যাসিড স্প্রে করা, বা সাগরে কুইকলাইম ফেলা। কিন্তু সত্যি হলো আমরা বাইরের আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণের ধারেকাছে নেই। এয়ার কন্ডিশনার আবিষ্কারের পর থেকে, আমরা ভিতরের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছি এবং এর কিছু সুদূরপ্রসারী এবং অপ্রত্যাশিত প্রভাব রয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা আগুন আবিষ্কার এবং একে আয়ত্ত করার পর থেকে মানুষ শীতকালে নিজেদের উষ্ণ করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু গরম এলে নিজেদের ঠান্ডা করার বিষয়টি আরও চ্যালেঞ্জিং।

এলাগাবুলাস নামে এক পাগলাটে রোমান সম্রাট পাহাড় থেকে তুষার নামাতে এবং তার বাগানে সেই তুষার স্তূপ করার জন্য ক্রীতদাসদের পাঠিয়েছিলেন।

আর্দতার সমস্যা

বলা বাহুল্য, ১৯ শতকের আগ পর্যন্ত গরম মোকাবিলায় বড় কোনো সমাধান আসেনি। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন রাজ্যের উদ্যোক্তা ফ্রেডেরিক টিউডর এক্ষেত্রে এমন কিছু করেন যা হঠাৎ তার ভাগ্য খুলে দেয়। তিনি শীতকালে হিমায়িত নিউ ইংল্যান্ড হ্রদ থেকে বরফের ব্লক কেটে সেগুলোর চারিদিকে কাঠের গুড়ো ছিটিয়ে তাপ নিরোধক করে নিতেন। এই বরফের ব্লকগুলো তিনি উষ্ণ জলবায়ুর অঞ্চলে গ্রীষ্মের সময় পাঠাতেন। কৃত্রিমভাবে বরফ তৈরির উপায় আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত, নিউ ইংল্যান্ডের হালকা শীত বরফের আকাল দেখা দেয়ার আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। আমরা জানি এয়ার কন্ডিশনারের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯০২ সালে। কিন্তু এর উদ্ভাবনের সাথে মানুষের আরামের আয়েশের কোনো সম্পর্ক ছিল না। নিউ ইয়র্কের স্যাকেট অ্যান্ড উইলহেমস লিথোগ্রাফিং অ্যান্ড প্রিন্টিং কোম্পানি নামে একটি ছাপাখানা রঙিন কালিতে মুদ্রণের চেষ্টা করার সময় বাতাসে বিভিন্ন আর্দতার মাত্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিল।

একই কাগজ চারটি রঙে চারবার মুদ্রণ করতে হয়েছিল এবং যদি প্রিন্ট চলাকালে আর্দতা পরিবর্তন হয় তাহলে কাগজটা কিছুটা প্রসারিত হয়ে যায় বা সংকুচিত হয়। এমনকি মিলিমিটার পরিমাণ অসঙ্গতি দেখতেও ভয়ঙ্কর লাগছিল। এ অবস্থায় প্রিন্টাররা হিটিং কোম্পানি বাফেলো ফোর্জকে আর্দতা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সিস্টেম তৈরি করতে বলেন। সে সময় উইলিস ক্যারিয়ার নামে একজন তরুণ প্রকৌশলী আবিষ্কার করেন যে কমপ্রেসড অ্যামোনিয়া দিয়ে ঠান্ডা করা কয়েলের উপর বায়ু সঞ্চালন করলে সেখানকার আর্দতা ৫৫ শতাংশে সীমাবদ্ধ থাকে। আর্দতা আর ওঠানামা করে না। এই আবিষ্কারে ব্যাপক খুশি হয়েছিলেন প্রিন্টাররা।

ব্যাপক সুবিধা

বাফেলো ফোর্জ শিগগিরই উইলিস ক্যারিয়ারের উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তি বিক্রি করতে শুরু করেন বিশেষ করে যেখানে বাতাসের আর্দতা মানুষের সমস্যা সৃষ্টি করে। যেমন ময়দা কলের ময়দা অতিরিক্ত আর্দতায় নষ্ট হয়ে যেতো এবং জিলেট কর্পোরেশন যে রেজরগুলো তৈরি করতো সেগুলোর ব্লেডে অতিরিক্ত আর্দতায় মরিচা পড়ে যাচ্ছিল।

এই শিল্পের প্রথম দিকের ক্লায়েন্টরা তাদের কর্মীদের জন্য কারখানার তাপমাত্রাকে আরও সহনীয় করে তোলার বিষয়ে খুব একটা যত্নশীল ছিল না — কিন্তু এই আর্দতা নিয়ন্ত্রক প্রযুক্তির কারণে ভেতরে পরিবেশ ঠান্ডা হয়ে ওঠে যা ওই কর্মীদের জন্য একটি আনুষঙ্গিক সুবিধা ছিল। কিন্তু ১৯০৬ সাল নাগাদ, মি. ক্যারিয়ার থিয়েটারের মতো পাবলিক ভবনগুলোয় 'আরামদায়ক' পরিবেশ তৈরির সম্ভাব্যতার বিষয়টি যাচাই করেন। এটি বেশ বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত ছিল। ঐতিহাসিকভাবে, থিয়েটারগুলো প্রায়শই গ্রীষ্মের জন্য বন্ধ রাখা হতো। কারণ থিয়েটারে মানুষের গাদাগাদি হয়, কিন্তু সেখানে কোনো জানালার ব্যবস্থা নেই। বিদ্যুৎ আবিষ্কারের আগে, আগুনের শিখা দিয়ে আলো সরবরাহ করা হয়। অল্প সময়ের জন্য হলেও নিউ ইংল্যান্ডের বরফ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৮৮০ সালের গ্রীষ্মে, নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন থিয়েটারের ভেতরের পরিবেশ ঠান্ডা রাখতে দিনে চার টন বরফ ব্যবহার করতে হতো। একটি আট ফুট পাখা বরফের উপর দিয়ে ডাক্টের মধ্যে দিয়ে দর্শকদের দিকে বাতাস বইয়ে দিত। দুর্ভাগ্যবশত, বাতাস ঠান্ডা হলেও সেটা বেশ স্যাঁতসেঁতে ছিল, এবং নিউ ইংল্যান্ডের হ্রদে দূষণ বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে, গলে যাওয়া বরফ থেকে কখনো কখনো অপ্রীতিকর গন্ধও বের হতো।

এক্ষেত্রে উইলিস ক্যারিয়ারের 'ওয়েদারমেকার' অনেক বেশি কার্যকর সমাধান ছিল। ১৯২০-এর দশকে মুভি থিয়েটারের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যায়। সেখানে সাধারণ মানুষ প্রথম এয়ার কন্ডিশনের অভিজ্ঞতা লাভ করে। এই এয়ার কন্ডিশনার সিনেমার মতোই তাদের টিকিটের বিক্রি বাড়ার বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

রূপান্তরকারী প্রযুক্তি

হলিউডের বহুদিন ধরে চলে আসা গ্রীষ্মকালীন ব্যবসাসফল চলচ্চিত্রের ধারা শুরু হয়েছিল মি. ক্যারিয়ারের মাধ্যমে, অনেকটা বিপণি বিতান চালু হওয়ার মতো। কিন্তু শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিছক সুবিধার চাইতেও বেশি কিছু হয়ে ওঠে। বলতে গেলে এটি ছিল রূপান্তরকারী প্রযুক্তি, যা আমরা কোথায় থাকছি এবং কীভাবে বসবাস করছি তার উপর গভীর প্রভাব ফেলে।

আবহাওয়া খুব গরম বা স্যাঁতসেঁতে হলে কম্পিউটার ঠিকঠাক মতো কাজ করতে পারে না। কিন্তু এয়ার কন্ডিশনারের বদৌলতে ইন্টারনেট সরবরাহকারী সার্ভার ফার্মগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, যদি কারখানাগুলো তাদের বায়ুর গুণমান নিয়ন্ত্রণ করতে না পারতো তাহলে আমাদের সিলিকন চিপগুলো তৈরি করতে বেশ কষ্ট করতে হতো। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপত্য শিল্পেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। ঐতিহাসিকভাবে, গরম জলবায়ুতে ভবনের ভেতরের পরিবেশ শীতল রাখতে পুরু দেয়াল, উঁচু ছাদ, বারান্দা, উঠান এবং জানালা সূর্যের বিপরীত দিকে বসানো হয়ে থাকে।

আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলে বসবাস করার জন্য ডগট্রট হাউস বেশ জনপ্রিয়। একই ছাদের নিচে দুই পাশে দুটি কক্ষ থাকে তার মাঝ বরাবর থাকে উন্মুক্ত করিডোর, যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে। অর্থাৎ করিডোরের একপাশ থেকে আরেক পাশের বাইরের দৃশ্য দেখা যায়। এয়ার কন্ডিশনার উদ্ভাবনের আগে, কাচ দিয়ে তৈরি আকাশচুম্বী অট্টালিকা তৈরির কথা ভাবাই যেতো না। কেননা এয়ার কন্ডিশনার ছাড়া ওইসব ভবনের ওপরের তলায় যে কেউ গরমে সেদ্ধ হয়ে যেতো। এয়ার কন্ডিশনার একটি অঞ্চলের জনসংখ্যার ওপরেও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ছাড়া দুবাই বা সিঙ্গাপুরের মতো উষ্ণ শহরের উত্থান কল্পনা করাই কঠিন ছিল। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মানুষের বসবাসের জন্য আমেরিকা জুড়ে আবাসিক ইউনিট নির্মাণ করা হয় যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সেইসাথে দেশটির সান বেল্ট অর্থাৎ ফ্লোরিডা থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত গরম প্রবণ দক্ষিণাঞ্চলে আমেরিকানদের জনসংখ্যা ২৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪০ শতাংশে ঠেকেছে।

বিশেষ করে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণের দিকে যাওয়ায় জন্য ওই অঞ্চলের রাজনৈতিক ভারসাম্যও বদলে দিয়েছে। লেখক স্টিভেন জনসন যুক্তি দিয়ে বলেছেন যে এয়ার কন্ডিশনারের ফলশ্রুতিতে রোনাল্ড রিগ্যান নির্বাচিত হয়েছেন। রিগান ১৯৮০ সালে ক্ষমতায় এসেছিলেন, এটি এমন এক সময় যখন আমেরিকা বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি এয়ার কন্ডিশনার ব্যবহার করেছিল।

তখন থেকেই উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলো দ্রুত এগিয়ে যেতে শুরু করে। চীন দ্রুত বিশ্বনেতা হয়ে ওঠে। চিনের শহরগুলোয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাড়ির অনুপাত আগে যেখানে ১০ ভাগের এক ভাগ ছিল সেটি বাড়তে বাড়তে মাত্র ১০ বছরের মাথায় দুই-তৃতীয়াংশ ছাড়িয়ে গিয়েছে। ভারত, ব্রাজিল এবং ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলোয় এয়ার কন্ডিশনারের বাজার দুই অঙ্কে প্রসার লাভ করে। সেখানে প্রবৃদ্ধির আরও সুযোগ রয়েছে কারণ বিশ্বের ৩০টি বড় শহরের ১১টি এই গরম প্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত। এয়ার কন্ডিশনারের বাজারের ব্যাপক প্রসার অনেক কারণেই একটি ভালো খবর। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, এটি তাপপ্রবাহের সময় মৃত্যুহার কমিয়ে দেয়। অতিরিক্ত গরম কারাগারের কয়েদিদের মেজাজ খিটখিটে করে তোলে। কিন্তু এয়ার কন্ডিশনার বসানোর পর তাদের মারামারির হার কমে যায়। যা এ বাবদ বিনিয়োগকে অর্থবহুল করেছে। পরীক্ষার হলগুলোয় তাপমাত্রা যখন ২১ ডিগ্রি থেকে ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যায় তখন দেখা যায় শিক্ষার্থীরা গণিত পরীক্ষায় কম নম্বর পেতে শুরু করেছে। অফিসে, এয়ার কন্ডিশনার আমাদের আরও বেশি উৎপাদনশীল করে তোলে। একটি প্রাথমিক গবেষণা অনুসারে, এয়ার কন্ডিশনারের কারণে মার্কিন সরকারের টাইপিস্টরা আগের চাইতে ২৪ শতাংশ বেশি কাজ করতে পারছিলেন। তারপর থেকে অর্থনীতিবিদরা নিশ্চিত করেছেন যে উতাদনশীলতার সাথে ঠান্ডা পরিবেশের একটি সম্পর্ক আছে। ছবির ক্যাপশান,এয়ার কন্ডিশনার আবিষ্কার আমেরিকার তথাকথিত 'সান বেল্ট' এ আবাসন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনেছে।

তিক্ত সত্য উইলিয়াম নর্ডহাউস অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমা রেখা দিয়ে বিশ্বকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করেছেন এবং প্রত্যেকের জলবায়ু, উৎপাদনশীলতা এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করেছেন।

তিনি জানতে পারেন, গড় তাপমাত্রা যত বেশি হবে, মানুষ তত কম উৎপাদনশীল হবে।

জিওফ্রে হিল এবং জিসুং পার্কের মতে, গরম দেশগুলোয় গড়ে যে গরম পড়ে তার চেয়ে বেশি গরম পড়লে সেটা উতাদনশীলতার ওপর প্রভাব ফেলে। ওই বছরে উৎপাদনের জন্য খারাপ বলে ধরা হয়। তবে শীতল দেশে গড়ে যে গরম পড়ে তার চেয়ে বেশি গরম পড়লে সেটা ভালো লক্ষণ। পরিশেষে তারা বলেছেন যে মানুষের উতাদনশীলতা সবচেয়ে বেশি থাকে ১৮ ডিগ্রি থেকে ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

তবে একটি অস্বস্তিকর বা তিক্ত সত্য রয়েছে। সেটি হলো আপনি ভেতরের পরিবেশ ঠান্ডা করতে গিয়ে বাইরের পরিবেশ গরম তুলছেন। অ্যারিজোনার ফিনিক্স শহরের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট থেকে পাম্প করা গরম বাতাস শহরের রাতের তাপমাত্রা দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে।

ভূগর্ভস্থ মেট্রো সিস্টেমে, ট্রেনগুলো শীতল রাখার কারণে উত্তপ্ত প্ল্যাটফর্মগুলো আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে।

যে বিদ্যুতের সাহায্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র চালানো হয় সেই বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় গ্যাস বা কয়লা জ্বালিয়ে। এবং এয়ার কন্ডিশনারগুলো ঘর ঠান্ডা করতে যে কুল্যান্ট ব্যবহার করে, তার মধ্যে অনেক ধরনের শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস থাকে। ফলে গ্যাসগুলো লিক হলে পরিবেশে মিশে যায়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি দিন দিন পরিবেশ বান্ধব হয়ে উঠছে। কিন্তু এই যন্ত্রের চাহিদা এত দ্রুত বাড়ছে যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি শক্তি খরচ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য উদ্বেগজনক খবর। এখন প্রশ্ন উঠেছে আমরা কি কখনও বাইরের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করার মতো কিছু উদ্ভাবন করতে পারবো?

শিশুর মানসিক গঠন এবং চারিত্রিক বিকাশে মায়ের ভূমিকা

ড. হৈমন্তী ভট্টাচার্জী

শিশুকালই হচ্ছে ভবিষ্যত জীবনের ভিত্তিভূমি। এই ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে ভবিষ্যতের আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে মায়ের ভূমিকাই প্রধান ও মুখ্য। একজন সচেতন, বিজ্ঞ মা-ই পারেন তার সন্তানকে যথার্থ মানুষ হওয়ার শিক্ষা দিতে। একজন শিশুর সবচেয়ে বড় সাথী হচ্ছে তার মা। মা শুধু একজন জন্মদাত্রী জননীই নন, সুন্দর চরিত্রবান সন্তান তৈরী করার কারিগরও বটে।

মায়ের গর্ভে থাকার সময় থেকেই শিশু তার মাতৃসত্তাকে অনুধাবন, অনুকরণ করে। মায়ের সব কাজ-কর্ম, চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি, আচরণ, মূল্যবোধ শিশুর ওপর প্রভাব ফেলে। কারণ শিক্ষাকালীন নব্বইভাগ সময়ই শিশু মায়ের কাছেই থাকে। শিশুর প্রথম ও প্রকৃত শিক্ষক ও মা। একজন শিশুর শিক্ষার হাতেখড়ি মায়ের কাছ থেকেই হয়।

মাই প্রথম শিশুকে মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। কথা বলা শেখার সময় মা সারাক্ষণ তার সন্তানের সঙ্গে কথা বলে থাকেন। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ বিভিন্ন জিনিসের নাম শিখিয়ে থাকেন। যৌথ পরিবারে কাজটি অনেকটা সহজ হলেও একক পরিবারে মাকেই দায়িত্বটা পালন করতে হয়।

মায়ের মুখের ভাষাই শিশু প্রথম রপ্ত করতে থাকে। এমনকি শৈশবকাল থেকেই শিশু মায়ের প্রত্যেকটি আচরণ এবং কথাবার্তা অনুকরণ করতে শেখে। কারণ শিশুরা অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয়। সবকিছুকে অনুকরণ করতে সে ভালোবাসে। তাই মাকে খুব সতর্কতার সঙ্গে এ সময়ে শিশুর লালনপালন করতে হবে। মায়ের মাধ্যমেই শিশু তার পরিবার ও পারিপার্শকিতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে। একজন শিশুর মানসিক গঠনে এবং চারিত্রিক বিকাশে মায়ের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মা যত নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দরদের সঙ্গে তার শিশুর পরিচর্যা ও লেখাপড়া করিয়ে থাকেন তা আর অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আসলে মায়ের বিকল্প হয় না। বই-খাতা-কলমসহ প্রয়োজনীয় সব কিছু দিয়ে ব্যাগ প্রস্তুত করে সময় মতো মাথায় সিঁথি কেটে ও পরিপাটি করে স্কুলে পৌঁছানো কেবল মায়ের পক্ষেই সম্ভব। মাত্রাতিরিক্ত স্নেহ আবার কোমলমতি শিশুকে স্বেচ্ছাচারী করে তোলে। সেদিকেও মাকে সচেতন থাকতে হবে। শিশুকে কখনো বেশী শাসন করা উচিত নয়। লঘু পাপে গুরুদণ্ড অনেক সময় শিশুকে আরো জেদি করে তোলে। মা যদি সহানুভূতির সঙ্গে শিশুকে সংশোধন করার চেষ্টা করেন তবে সে চেষ্টা শারীরিক শাস্তির চেয়ে অনেক বেশী সুফল বয়ে আনে।

শিশুর চরিত্র গঠনের দায়িত্বটাও মূলত মাকেই পালন করতে হয়। পরিবারে বড়দের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং ছোটদের প্রতি আদর স্নেহ প্রদর্শন করে সন্তানের সামনে মাকেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হয়। অতিরিক্ত আদর-স্নেহ বশে তাদের অন্যায় আবদার মেনে নেয়া উচিত নয়। চাওয়া মাত্র চাহিদা পূরণের অভ্যাস শিশুকে জেদি করে তোলে। তাই নিজ নিজ সামর্থ্যের অনুকুলে শিশুর আবদার পূরণ করা উচিত। শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও শিশুর চরিত্র গঠনে প্রত্যেক মাকে কিছু সময় অবশ্যই ব্যয় করতে হবে।

অন্তরের সোহাগ এবং চোখের শাসন দুয়ে মিলে সন্তানকে সঠিক পথ নির্দেশনা দিয়ে চালিত করার ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা অপরিসীম। শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যত। কাজেই আদর্শ সমাজ ও উন্নত পরিবেশে শিশুদের গড়ে তুলতে হবে। শিশুরা কেমন করে উন্নত চরিত্র এবং আদর্শের অধিকারী হতে পারে সে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। শিশুদের আদর্শবাদ হিসেবে গড়ে তুলতে না পাড়লে আদর্শ সমাজ নির্মাণ সম্ভব হবে না। যদি কোনো শিশুর চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়, তবে এর কারণে সে নিজেই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হবে না; বরং এ ক্ষতির প্রভাবে পরিবার, সমাজ এবং রাস্ট্রের অকল্যাণ ডেকেআনবে। কাজেই শিশুদের চরিত্র গঠনে অভিভাবকদের বিশেষতমাকে সদা সচেতন থাকা আবশ্যক।

রহস্যময় বেতার সংকেতের খোঁজে

উচ্ছ্বাস তৌসিফ

বহির্জাগতিক প্রাণ বা এলিয়েনদের কথা শুনলে একই সঙ্গে হাস্যকর ও অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। তবে কোনো কিছু আসলেই সম্ভব কি অসম্ভব, সেটা আগে থেকে বলার কি আদৌ কোনো উপায় আছে? পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে ঘোরে এবং এটি যে খুবই নগণ্য এক গ্রহ, এ কথা যোড়শ শতকের কাউকে বললে তিনি কি তা বিশ্বাস করতেন? এই নগণ্য গ্রহের এক কোণে বসে, হিসাব কষে নক্ষত্র থেকে ছায়াপথ সবকিছুর গতি-প্রকৃতি বের করে ফেলা সম্ভবকে ভাবতে পেরেছিল? তার ওপর আমাদের এত দিনের চেনাজানা ডিএনএতে নাইট্রোজেন বেস (ক্ষার) ছিল কেবল চারটি। গত ২২ ফেব্রুয়ারির সায়েন্স ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি পেপার থেকে আমরা এখন জানি, বিজ্ঞানীরা আটটি নাইট্রোজেন বেসযুক্ত কৃত্রিম ডিএনএ তৈরি করেছেন। যেটি সম্পূর্ণ স্থিতিশীল এবং পুরোপুরি প্রাকৃতিক ডিএনএর মতোই আচরণ করে!

বহির্জাগতিক প্রাণ নিয়ে এই চিন্তাভাবনা কিন্তু কোনো সাম্প্রতিক ঘটনা নয়। সেই যোড়শ শতকেই জিওর্দানো ব্রুনো বহির্জাগতিক প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন।

কিন্তু কথা হলো, বহির্জাগতিক প্রাণ যদি থাকে, সেটা আমরা বুঝব কীভাবে? কীভাবে যোগাযোগ করব তাদের সঙ্গে? এই যোগাযোগ আসলে দুভাবে হতে পারে। আমাদের পাঠানো বার্তার জবাবে সাড়া দিতে পারে অন্য ভুবনের কেউ। অথবা তারা নিজে থেকেই যোগাযোগ করতে পারে।

প্রথমে আমাদের কথাই বলি। বেতার তরঙ্গ আবিষ্কৃত হওয়ার কিছুকাল পর থেকেই মানুষ বহির্জাগতিক প্রাণের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে মহাকাশে সিগন্যাল পাঠিয়ে যাচ্ছে। এই তরঙ্গের শক্তি প্রচণ্ড। দূরপাল্লায় তথ্য পাঠানোর জন্য আমাদের কাছে বেতার তরঙ্গের চেয়ে ভালো আর কিছু নেই। আলোর বেগে মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় বহির্জাগতিক কোনো প্রাণের হাতে পড়তে পারে এই সিগন্যাল। তবে সেই প্রাণ আদৌ বুদ্ধিমান হবে কি না, আমাদের সিগন্যালের মর্ম বুঝতে পারবে কি না, এটা একটা বড় প্রশ্ন। তা ছাড়া অনেকটা পথ পাড়ি দেওয়ার ফলে বেতার তরঙ্গ শক্তি হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে। তবে বহির্জাগতিক সভ্যতা যদি যথেষ্ট উন্নত হয় এবং মহাকর্ষীয় লেন্স ব্যবহার করতে জানে, তাহলে আশা করা যায় তারা সিগন্যালটি ধরতে পারবে। মহাকর্ষীয় লেন্স আসলে গ্রহ, উপগ্রহ বা গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের মতো ভারী কোনো বস্তু থেকে উৎপন্ন হয়। এসব বস্তু নিজেদের বিপুল ভরের জন্য সৃষ্ট মহাকর্ষ ব্যবহার করে আলো থেকে শুরু করে বেতার তরঙ্গযেকোনো তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গকে বেঁকে ফেলতে পারে এরা। এ সময় এরা তরঙ্গটিকে কিছুটা বিবর্ধিত করে দিতে পারে। ফলে তরঙ্গটি কিছুটা শক্তি হারালেও, মহাকর্ষীয় লেন্স ব্যবহার করে এ ধরনের সিগন্যাল রিসিভ করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব। এবার উল্টো দিক থেকে ভাবা যাক। কোনো বহির্জাগতিক প্রাণী যদি নিজে থেকে আমাদের বার্তা পাঠায়, তাদের সেই বার্তা কেমন হবে? এটা যে বহির্জাগতিক প্রাণীদের পাঠানো বার্তা, সেটা বোঝার উপায়ই—বা কী?

এ ধরনের কিছু নিশ্চিত করতে মূলত প্রসেস অব এলিমিনেশন ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ যেটা প্রমাণ করা প্রয়োজন, শুরু করতে হবে তার উল্টো দিক থেকে। এ ক্ষেত্রে যেমন প্রথমে ধরে নিতে হবে, এই বার্তা বহির্জাগতিক কোনো প্রাণী পাঠায়নি। তারপর একে একে মহাজাগতিক সব বস্তু থেকে আসা সিগন্যালের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে হবে। যদি সিগন্যালটি এর কোনোটির সঙ্গেই না মেলে, তারপর আরও বেশ কিছু পরীক্ষা দেখা লাগবে। যেমন এই সিগন্যাল আসলেই কৃত্রিমভাবে তৈরি করা সম্ভব কি না। সিগন্যালটা একবারই এসেছে, নাকি বারবার আসছে ইত্যাদি।

এ রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭৭ সালের আগস্টে। ওয়াও সিগন্যাল নামে পরিচিত এই ঘটনা বিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে দিয়েছিল। ৭২ সেকেন্ড ধরে বেতার তরঙ্গের প্রচণ্ড শক্তিশালী এক সিগন্যাল রিসিভ করেন বিজ্ঞানীরা। এর কম্পাঙ্ক ছিল সেটি প্রকল্পের বিজ্ঞানীদের অনুমিত তরঙ্গের কাছাকাছি। মানে, তাঁরা ভেবেছিলেন, বহির্জাগতিক প্রাণীরা বার্তা পাঠালে এর কম কম্পাঙ্কের সিগন্যাল-ই পাঠাবে। ওহাইয়োতে অবস্থিত বিগ ইয়ার বেতার টেলিস্কোপ থেকে পাওয়া এই সিগন্যালের প্রিন্টআউট দেখে জ্যোতির্বিজ্ঞানী জেরি এহম্যান প্রবল উত্তেজনায়, প্রিন্ট আউটের ওপরেই লাল কালি দিয়ে লিখে ফেলেছিলেন, 'ওয়াও!' কিন্তু তারপর থেকে আজ পর্যন্ত সেই কম্পাঙ্কে এ ধরনের আর কোনো সিগন্যাল পাওয়া যায়নি। তবে একই কম্পাঙ্কে একই ধরনের সিগন্যাল যদি বারবার পাওয়া যেত, গল্পটা অন্য রকম হতে পারত।

যেকোনো টেলিস্কোপে গৃহীত সিগন্যাল দেখে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন, সেটা কোত্থেকে বা কত দূর থেকে এসেছে। ডপলার ক্রিয়া ব্যবহার করে এটা খুব সহজেই বের করা যায়। সে জন্য গৃহীত সিগন্যালের বর্ণালি পরীক্ষা করে দেখতে হয়। যদি কোনো সিগন্যাল বহির্জাগতিক প্রাণীদের পাঠানো নয় বলে প্রমাণ করা সম্ভব না-ই হয়, তখন একে আন্তর্জাতিক জরুরি অবস্থা বলে গণ্য করা হবে। 'ইটিআই সিগন্যাল ডিটেকশন' প্রটোকল অনুযায়ী, জাতিসংঘের মহাসচিব এবং পৃথিবীর সব আন্তর্জাতিক সংগঠনকে দ্রুত এ ব্যাপারে জানিয়ে দেওয়া হবে। বিজ্ঞানীরা সেই কম্পাঙ্কটুকুকে জরুরি বলে ঘোষণা করে দেবেন, যাতে পৃথিবীর কোনো প্রান্তের কেউ এই কম্পাঙ্ক ব্যবহার করে কোনো সিগন্যাল না পাঠায়। সেই সঙ্গে সিগন্যালটির বিস্তারিত তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। এতে যে কেউ সিগন্যালটি নিয়ে গবেষণা করে দেখতে পারবে, একে স্বাভাবিক সিগন্যাল বলে কোনোভাবে প্রমাণ করা যায় কিনা। এবং আন্তর্জাতিকভাবে পুরোপুরি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে এই সিগন্যালের কোনো জবাব পাঠানো হবে না। কারণ, এই প্রাণীরা বন্ধুবৎসল হবে, নাকি নির্মমসেটা আগে থেকে জানা সম্ভব নয়। আমাদের নিজেদের দিকে তাকালেই এর কারণ বোঝা যাবে। মানুষ কি বন্ধুবৎসল প্রাণী, নাকি নির্মম? প্রিয় পাঠক, এ প্রশ্নের ভার না হয় আপনার কাছেই তোলা থাকুক! এখানে দুটো বিষয় বলে রাখা দরকার। এক, চলচ্চিত্রে যেমন দেখা যায়, সে রকম কোনো কথোপকথন এ ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কারণ, আমাদের সবচেয়ে কাছের বহির্জাগতিক সভ্যতাও শত-সহস্র আলোকবর্ষ দূরে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে একেকটা প্রশ্ন পাঠাতে যেমন শত-সহস্র আলোকবর্ষ লেগে যাবে, তেমনি এর উত্তর ফিরে আসতেও একই সময় লাগবে। দুই, বহির্জাগতিক প্রাণীদের পাঠানো বার্তার অর্থ কী, সেটা আমরা কীভাবে বুঝব? ইংরেজি মুভিতে যেমন দেখায়, সব এলিয়েনের তো আর ইংরেজি জানার কথা না! আসলে, পৃথিবীর কোনো ভাষা-ই তাদের জানার কথা নয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই যোগাযোগের মাধ্যম হতে পারে গণিত। এখন পর্যন্ত আমাদের জানা মৌলিক সংখ্যার তালিকা, পাইয়ের মান কিংবা ফিবোনাচ্চি ধারা এমন কিছু আদান-প্রদানের মাধ্যমে হয়তো যোগাযোগ শুরু হতে পারে। যদি ও প্রান্তের প্রাণীরা গণিত বোঝে-ই, তাহলে পরে বাইনারি সিগন্যাল ব্যবহার করে আরও বিস্তারিত বার্তা, এমনকি ছবিও আদান-প্রদান করা সম্ভব।

তবে এই যোগাযোগের জন্য সবচেয়ে বড় শর্তটা হচ্ছে, বহির্জাগতিক সেই প্রাণীদের বুদ্ধিমান হতে হবে। এ নিয়ে কথা বলতে গেলে সবার আগে যে প্রশ্নটা আসে, তা হলো, দৈহিকভাবে কেমন হবে সেই প্রাণীরা? কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যাটা আসলে গাণিতিক প্রতীক বা সিম্বল নিয়ে। যেমন দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বা ১০ ভিত্তিক গণনার পেছনে যথাসম্ভব আমাদের 'হাত-পায়ে ১০টা করে আঙুল থাকা'টা একটা বড় ভূমিকা রেখেছে। কথা হলো, বহির্জাগতিক কোনো সভ্যতার সঙ্গে যদি আমাদের গণিত দিয়েও কথা হয়, তারা ঠিক কত ভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতি ব্যবহার করবে? এসব সমস্যা সমাধানের জন্য গণিতের সর্বজনীনতাকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, এ নিয়ে বিখ্যাত পদার্থবিদ কার্ল সাগানের বেশ কিছু তত্ত্ব আছে। যেমন, '২+৩ = ৫' এটা দিয়ে সত্য বোঝানো যেতে পারে, এবং '2+2 = ৫' এটা দিয়ে মিথ্যা বোঝানো যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে সংখ্যা পদ্ধতি ভিন্ন হলেও বহির্জাগতিক সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়তো সম্ভব হবে।

তবে এই যোগাযোগের জন্য সবচেয়ে বড় শর্তটা হচ্ছে, বহির্জাগতিক সেই প্রাণীদের বুদ্ধিমান হতে হবে। এ নিয়ে কথা বলতে গেলে সবার আগে যে প্রশ্নটা আসে, তা হলো, দৈহিকভাবে কেমন হবে সেই প্রাণীরা?

এই প্রশ্নের উত্তর আবার আরেকটা প্রশ্নের ওপর নির্ভর করে। তাদের বাসভূমিটা কেমন? যদি বহির্জাগতিক প্রাণীদের আবাসস্থল পৃথিবীর মতো হয়, তাহলে ধরে নেওয়া যায়, সেই প্রাণীরাও প্রায় আমাদের মতোই হবে। প্রাণের বিকাশের স্বাভাবিক নিয়ম হলো, একই ধরনের পরিবেশে সে সাধারণত একইভাবে বিকশিত হয়। পরিবেশ ভিন্নতার কারণে তাদের বুদ্ধিমান হতে কোনো সমস্যা নেই। যেমন, ডলফিন। পানিতে থাকলেও এরা বেশ বুদ্ধিমান প্রাণী। এর মধ্যে অবশ্যই একটা 'কিন্তু' আছে। বহির্জাগতিক প্রাণের সূচনা পানিতে হোক কিংবা বায়ুতে, আমাদের মতো কিংবা আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান হতে হলে তাদের একসময় অবশ্যই মাটিতে বসবাস করা শুরু করতে হবে। মাটির বুকে, আগুনের চারপাশে জড়ো হয়ে বসে গল্প করা এবং আগুনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখা আমাদের সভ্যতার পেছনে বিশাল ভূমিকা রেখেছে। সহজ কথায়, ভিনগ্রহী প্রাণীদের গ্রহটি যদি পৃথিবীর মতোই হয়, তাহলে তাদের দৈহিক গঠনও আমাদের মতোই হবে। যদি তাদের গ্রহের মহাকর্ষ বল তুলনামূলকভাবে দুর্বল হয়, তাহলে তাদের আকৃতি হবে লম্বা এবং সরু। আর মহাকর্ষ বল অনেক শক্তিশালী হলে তাদের আকৃতি হবে মোটা এবং খাটো ধরনের।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিগত অর্থবর্ষে সর্বাধিক বর্জ্য সামগ্রী বিক্রির কৃতিত্ব অর্জন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২৬ এপ্রিল, ২০২৪:ভারতীয় রেলওয়ের 'জিরো স্ক্র্যাপ মিশন' অনুযায়ী উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজের সবকয়টি ডিভিশনে বর্জ্য সামগ্রী বিক্রি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।এই মিশন সফল করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি ডিভিশন, ওয়ার্কশপ ও শেডগুলিকে বর্জ্য সামগ্রী মুক্ত রাখা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

বিগত অর্থবর্ষ তথা ২০২৩-২৪ সালে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বর্জ্য সামগ্রী বিক্রি থেকে ২০২.৮৪ কোটি টাকা আয় করেছিল। এই বর্জ্য সামগ্রী বিক্রি করার দ্বারা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সর্বকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড অর্জন করতে সক্ষম হয়। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের ১৮৯.৯২ কোটি টাকার বর্জ্য বিক্রির তুলনায় এই বৃদ্ধি ৬.৮ শতাংশ।

'জিরো স্ক্র্যাপ মিশন'-এর অধীনে এই অভিযান চলাকালীন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বিগত অর্থবর্ষে ২৩৫৫৩ এমটি স্ক্র্যাপ রেল/পি-ওয়ে উপকরণ এবং ১৯১৯২ এমটি বিভিন্ন বর্জ্য সামগ্রী বিক্রি করেছে। এছাড়া এই সময়ের মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২৬টি ডিজেল লোকোমোটিভ, ২৪৭টি কোচ এবং ২৮৪টি ওয়াগনও বিক্রি করে।

'জিরো স্ক্র্যাপ মিশন' অভিযানের ফলে শুধুমাত্র যে ভারতীয় রেলওয়ের রাজস্বই উৎপন্ন হয়েছে তা নয়, বরং এর পাশাপাশি অন্যান্য বর্জ্য সামগ্রী এবং উপাদান জমা করার স্থানও তৈরি করেছে। স্টেশন, ডিপো, শেড, ওয়ার্কশপ ও সেকশনগুলি যাতে বর্জ্য সামগ্রী মুক্ত রাখা যায় তার জন্য এই মিশনের অধীনে ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই পর্যবেক্ষণের ফলে বর্জ্য সামগ্রী বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করার পাশাপাশি স্টেশন, কর্মক্ষেত্র ও চারপাশের এলাকার সৌন্দর্যও বৃদ্ধি হয়েছে। এছাড়াও রেলওয়ে চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশ অনকূল করে রাখার ক্ষেত্রে এই মিশন সহায়ক হয়ে উঠেছে।

রামনবমীতে বোমাবাজির ঘটনার কথা স্বীকার করল পুলিশ

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : রামনবমীর অশান্তির দিন মুর্শিদাবাদে বোমাবাজির ঘটনার কথা স্বীকার করল পুলিশ। তবে এখনও পর্যন্ত এই তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে রাজ্য।

বিষয়ি নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে রিপোর্ট জমা দিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ সিআইডি এবং মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপারের তরফে পৃথক ভাবে দু'টি রিপোর্ট হাই কোর্টে জমা দেওয়া হয়।

কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের কাছে বহরমপুরের অশান্তি নিয়ে রিপোর্ট তলব করেছিল। শুক্রবার সেই রিপোর্টই আদালতে জমা পড়েছে। সিআইডি একটি রিপোর্ট দিয়েছে। পৃথক ভাবে আর একটি রিপোর্ট দিয়েছেন মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার। সেখানে জানানো হয়েছে, রামনবমীর দিন মিছিলকে কেন্দ্র করে বিক্ষিপ্ত অশান্তি হয়েছে বহরমপুরে। কিছু এলাকায় বোমাবাজির ঘটনাও ঘটেছে। তবে এখনও পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তদন্তে উঠে আসেনি।

বিচারব্যবস্থাকে অপমানের দায়ে অভিষেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আরজি

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : বিচারব্যবস্থাকে অপমান করার দায়ে তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করল একটি শ্রমিক সংগঠন।

বিভাগীয় সচিবের মাধ্যমে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে এই ব্যাপারে চিঠি দিয়েছেন ইউনাইটেড ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেসের (ইউটিইউসি) সাধারণ সম্পাদক অশোক ঘোষ। চিঠিতে লেখা হয়েছে, "দেশের শ্রমজীবী জনসাধারণের পক্ষ থেকে আপনার হস্তক্ষেপের প্রার্থনা জানিয়ে সংবাদপত্র সহ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত নিম্নোক্ত সংবাদের অনুলিপি আপনার জ্ঞাতার্থে পেশ করছি। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত সাংসদ ও তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার (২৫ এপ্রিল ২০২৪) কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন, তা সামগ্রিকভাবে বিচারব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণকে আস্থাহীন করে তুলবে। দেশের সংবিধান অনুসারে যা অমার্জনীয় অপরাধ শুধু নয়, হাইকোর্টের প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাসে আঘাত হেনেছে। ভারতের সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করেন দেশের বিচার ব্যবস্থা গণতন্ত্রকে রক্ষা করে থাকে। সেই চেতনা আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে।

উপরিউক্ত বক্তব্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন বিচার ব্যবস্থার রায় রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। তিনি দেশের গণতন্ত্রের প্রতি আঘাত করে বলেছেন 'দেশ থেকে কলকাতা হাইকোর্ট তুলে দেওয়া উচিত'। এই বক্তব্য আদালত অবমাননার সমতুল। ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি বিদ্বেষ মূলক আস্থাহীন এই বক্তব্যের কারণে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।"

এযাবৎ ১৬ লক্ষ পুণ্যার্থীর রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন, চারধাম যাত্রা নিয়ে প্রস্তুতি তুঙ্গে

দেহরাদুন, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : আগামী ১০ মে শুরু হচ্ছে এই বছরের চারধাম যাত্রা, ইতিমধ্যেই চারধাম যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে উত্তরাখণ্ড সরকার। এযাবৎ ১৬ লক্ষ পুণ্যার্থীর রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি শুক্রবার বলেছেন, 'আমরা সমস্ত ব্যবস্থার মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করেছি এবং যা কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।'

তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা বাড়ছে বলে মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী ধামি বলেছেন, 'যেখানেই উন্নতির প্রয়োজন ছিল, যেমন রাস্তা, পরিবহন ব্যবস্থা, পার্কিং, হোটেল, ধাবা, রেস্তোরাঁ এবং পুলিশ ট্র্যাফিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রতি বছর যাত্রায় তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা বাড়ছে, এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৬ লক্ষ মানুষ যাত্রার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছেন।'

উল্লেখ্য, এবারের চারধাম যাত্রা শুরু হচ্ছে আগামী ১০ মে। ওই দিনই ভক্তদের জন্য উন্মুক্ত হবে যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী ও কেদারনাথ মন্দির।

বদ্রীনাথ মন্দির উন্মুক্ত হবে ১২ মে। এবারের চারধাম যাত্রায় বিপুল সংখ্যক ভক্তদের আগমণের প্রত্যাশায় রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি, সেই লক্ষ্যে প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে।

আচ্ছে দিনেও কেন গরিবদের উন্নতি হয়নি, কেন্দ্রকে নিশানা মায়াবতীর

লখনউ, ২৬ এপ্রিল (হি. স.): দ্বিতীয় দফার ভোটের দিনে বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রকে। তিনি বলেন, দেশের কৃষকদের উন্নতি, গরিবদের সুরাহা, এসসি, এসটি, ওবিসি-দের উন্নতি কিছুই হয়নি। শুক্রবার তিনি বলেন, দ্বিতীয় দফার ভোট চলছে। তাই দেশবাসীর ভাবা উচিত তাঁরা বিগত দিনগুলিতে কী পেয়েছেন? যে ভাল দিনের আশায় তাঁরা বিজেপিকে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছিল তাঁদের কপালে তা জোটেনি। কেন এখনও তাঁদের জীবনে অন্ধকার নেমে রয়েছে।

এদিন কংগ্রেসকেও একহাত নেন মায়াবতী। তিনি বলেন, কংগ্রেস বলেছিল গরিবি হঠাও। কিন্তু তার সুরাহা করতে পারেনি কংগ্রেস। বিজেপিও একই পথে গিয়েছে। দেশবাসীকে সুস্থ জীবন দিতে ব্যর্থ বিজেপি। ভোটারদের প্রতি মায়াবতী বলেন, ভয়ডরহীনভাবে একটি শক্তিশালী সরকার গঠিত হলে দেশ আগামীদিনে উন্নতির পথে যাবে। দেশের ১২৫ কোটি মানুষ রয়েছেন যাঁরা দিনভর কঠোর পরিশ্রম করেন। বহুজন সমাজবাদী পার্টিই পারে দেশকে ভাল সরকার দিতে।

বীরভূমের বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ধরের মনোনয়ন বাতিল

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল, (হি.স.): প্রার্থিপদ বাতিল হল বীরভূমের বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ধরের। জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের তরফে 'নো ডিউজ' সার্টিফিকেট না দেওয়ায় বাতিল হল দেবাশিসের মনোনয়ন। অন্য দিকে, বৃহস্পতিবারই বিজেপির তরফে আরও এক প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্য মনোনয়ন দাখিল করেছিলেন। তাঁর মনোনয়ন গৃহীত হয়েছে।

বীরভূম আসনে গত মঙ্গলবারই মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন বিজেপির ঘোষিত প্রার্থী দেবাশিস ধর। তার পর থেকে টানা প্রচারও করছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার দুপুরে সাঁইথিয়ার পুনুর গ্রামে ঢোল বাজিয়ে প্রচারেও মেতেছিলেন প্রাক্তন আইপিএস দেবাশিস।

দেবতনু ভট্টাচার্য ৯০—এর দশকে আরএসএসের প্রচারক হিসাবে সিউড়িতে আসেন। তিনি বিজেপির চারটি লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত ক্লাস্টার ইনচার্জ হিসাবে দায়িত্বে আছেন। বীরভূম, বোলপুর, কাটোয়া এবং বর্ধমান লোকসভা কেন্দ্রের তিনি দলের পক্ষে পর্যবেক্ষক আছেন।

মালদা উত্তরে আয়োজিত বিশাল জনসভায় কংগ্রেস ও টিএমসিকে তীব্র নিশানা মোদীর

মালদা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের মালদা উত্তরে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় বক্তব্য রেখেছেন এবং কংগ্রেস ও টিএমসির তোষণের রাজনীতিকে তীব্র আক্রমণ করেছেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন, মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মালদা উত্তর লোকসভা প্রার্থী শ্রী খগেন মুর্মু এবং মালদা দক্ষিণ লোকসভা প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী সহ অনেক বরিষ্ঠি কর্মকর্তারা উপিস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ দ্বিতীয় দফার ভোটের দিন ভারত মাতার ধ্বনি দিয়ে জনতা নিজেদের মূল্যবান ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে যাচ্ছেন। আপনাদের ভোটাধিকার সঠিকভাবে ব্যবহার করার অর্থ গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা। তৃণমূল এবং কংগ্রেসের মতো দলগুলি নির্বাচনের প্রথম দফায় পরাজিত হয়েছে এবং এই দফায় এই দলগুলি ভেঙে পড়বে। একটা সময় ছিল যখন বাংলা সমগ্র দেশের উন্নয়নে নেতৃত্ব দিয়েছিল, তা সে সমাজ সংস্কার হোক, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি হোক, আধ্যাত্মিকতার অগ্রগতি হোক অথবা দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার, জীবনে এমন কোনও দিক নেই যা বাংলার নেতৃত্বে ছিল না। কিন্তু কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস মিলে বাংলার সম্মান নষ্ট করেছে। তৃণমূলের শাসনে বাংলায় একটাই কাজ চলে আর সেটা হল দুর্নীতি। শ্রী মোদী বলেন, টিএমসি-র তালিকায় চিট ফান্ড কেলেঙ্কারি, পশু পাচার, পৌর কেলেঙ্কারি, কয়লা কেলেঙ্কারি এবং রেশন কেলেঙ্কারির মতো বেশ কয়েকটি দুর্নীতি এবং কেলেঙ্কারির মামলা রয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল সরকার কেলেঙ্কারি করেছে, কিন্তু বাংলার জনগণকে ক্ষতি বহন করতে হচ্ছে। বাংলায় কমিশন ছাড়া কোনও কাজই সম্পন্ন হয় না। যেসব কৃষক নিজেদের ফসল বাজারে বিক্রি করতে যায় তাদের আয়ের একটা বড় অংশ চলে যায় মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে। তৃণমূল সরকার যুবকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলতে পিছপা হয়নি। তৃণমূলের শিক্ষা কেলেঙ্কারির কারণে প্রায় ২৬ হাজার পরিবারের জীবিকা থমকে গিয়েছে এবং তারা ঋণের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছেন। বিজেপি সরকার সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে যুবকদের চাকরি দিচ্ছে। বিজেপি মুদ্রা যোজনা, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া ক্যাম্পেইন, স্কিল ডেভেলপমেন্ট স্কিমের মাধ্যমে যুবকদের সক্ষমতা আরও বাড়ানোর জন্য কাজ করেছে। বিজেপি সরকারের নীতির কারণে দেশে নতুন নতুন ক্ষেত্র খুলছে যেখানে যুবকরা আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু বাংলায় টিএমসি যুব সমাজের উন্নয়নের সব দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। বিজেপি সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের কারণে জনসাধারণ বিনামূল্যে রেশন পাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির অধীনে বাংলার ৫০ লক্ষেরও বেশি কৃষকের অ্যাকাউন্টে ৮ হাজার কোটি টাকা সরাসরি পাঠানো হয়েছে, কিন্তু টিএমসি সরকার জনগণের টাকা লুট করতে কোনও খামতি রাখে না। রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র যে টাকা পাঠায় তা মন্ত্রী, নেতা ও তোলাবাজরা মিলে নষ্ট করে। তৃণমূল সরকার কেন্দ্রের প্রকল্পগুলিও বন্ধ করে দেয়। টিএমসি সরকার রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প বাস্তবায়নেরও অনুমতি দেয়নি। বিজেপি ৭০ বছরের বেশি বয়সী সমস্ত শ্রেণীর মানুষজনকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তবে টিএমসি সরকার বাংলার বয়স্কদেরও এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে দেবে না। টিএমসি চায় বন্দে ভারতের মতো হাই স্পিড ট্রেনও বাংলায় স্তব্ধ হয়ে যাক। মালদার কৃষকদের উৎপাদিত আম ও মাখনা বিশ্ব প্রসিদ্ধ। এই কৃষকদের আয় বাড়াতে বিজেপি সরকার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন করবে। তাতেও নিজেদের ভাগ দাবি করে টিএমসি।

শ্রী মোদী বলেন যে, তৃণমূল কংগ্রেস যারা মা মাটি মানুষের কথা বলে ক্ষমতায় এসেছে, তারাই রাজ্যের মহিলাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যখন বিজেপি সরকার তিন তালাক বাতিল করেছিল, টিএমসি এর বিরোধিতা করেছিল। সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর যারা অত্যাচার করেছিল, টিএমসি তাদের আশ্রয় দিয়েছে। মালদায়ও মহিলাদের সাথে যে লজ্জাজনক ঘটনা ঘটেছিল সেখানেও টিএমসি নীরব ছিল। কিন্তু বিজেপি সরকারের কাছে মহিলাদের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। বিজেপি সরকার বাংলায় ৮০ লক্ষেরও বেশি শৌচাগার তৈরি করেছে, ১.২৫ কোটি মহিলাকে উজ্জ্বলা গ্যাসের সংযোগ দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে দেওয়া বাড়ির অধিকাংশই মহিলাদের নামে। বিজেপি সরকার প্রতিটি স্তরে মহিলাদের ক্ষমতায়ন করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, টিএমসি এবং কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে উভয়ই একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করার অভিনয় করে। কিন্তু উভয়েরই চিন্তাভাবনা, আচরণ একইরকম। এই দুটি দলই তোষণের জন্য যে খুশি করতে পারে। তোষণের জন্য এই দলগুলো জাতীয় স্বার্থে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোও বদলে ফেলতে চায়। টিএমসি এবং কংগ্রেস-সহ ইন্ডি জোটের দলগুলি ৩৭০ ধারা পুনরায় আরোপ করা এবং সিএএ আইন বাতিল করার কথা বলছে। তোষণের রাজনীতির জন্য টিএমসি এবং কংগ্রেস চায় না যে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন এবং পার্সি উদ্বাস্তু শরণার্থীরা নাগরিকত্ব পান। সিএএ নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার নয়, নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন। কিন্তু তারপরও টিএমসি মিথ্যাচার করে গুজব ছড়াচ্ছে।

ইন্ডি জোটকে নিশানা করে মাননীয় মোদী বলেন যে, ইন্ডি জোটের দলগুলি নারী, আদিবাসী এবং দরিদ্রদের বিরুদ্ধে একটি বিপজ্জনক আইন তৈরি করতে চায়। কংগ্রেসের যুবরাজ ঘোষণা করেছেন যে, তিনি দেশের মানুষের গয়না এবং সম্পত্তির হিসেবে নেবে এবং তা দখল করে তাদের নির্দিষ্ট ভোটব্যাংকের মধ্যে তা বিতরণ করবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে, টিএমসিও এর বিরুদ্ধে একটি শব্দও বলেনি এবং নীরবে বিপজ্জনক এই এজেন্ডাকে সমর্থন করেছে। টিএমসি সরকার বাংলায় জনসাধারণের জমি দখল করে বাংলাদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের জায়গা দিচ্ছে। আর কংগ্রেস জনগণের সম্পত্তি তাদের নির্দিষ্ট ভোটব্যাংকের মধ্যে বণ্টনের কথা বলছে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জনগণের সম্পত্তির ওপর কংগ্রেস ৫৫ শতাংশ কর আরোপ করার কথা ও সেই সম্পত্তি নিয়ে নেওয়ার কথা বলছে। কর্ণাটকে কংগ্রেস সরকার মুসলম্যান সম্প্রদায়কে ওবিসি সংরক্ষণের মধ্যে জায়গা দিয়েছে। কংগ্রেস এইভাবেই এসসি, এসটি এবং ওবিসিদের সাংবিধানিক অধিকারগুলিকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। সারা দেশে এই কর্ণাটক মডেল বাস্তবায়ন করতে চায় কংগ্রেস। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বিকশিত ভারতের স্বপ্ন পূরণ করতে এবং দেশে আবারও মোদী সরকার গঠন করতে উপস্থিত জনতার কাছে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান।

প্রচারে দিলীপকে ঘিরে ফের স্লোগান, পালটা তোপ 'হাতি চলে বাজার'

পশ্চিম বর্ধমান, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে লক্ষ্য করে শুক্রবার ফের গো ব্যাক স্লোগান তোলে। স্বাভাবিকভাবেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

দেশজুড়ে চলছে নির্বাচন। শুক্রবার দ্বিতীয় দফায় উত্তরের তিন আসনে চলে ভোটগ্রহণ। এদিকে রাজ্য জুড়ে জমিয়ে প্রচার করেন অন্যান্য আসনের প্রার্থীরা। অন্যদিনের মতোই শুক্রবার সকালেও প্রচারে বের হন। পথযাত্রাও করেন তিনি। সেখানেই একদল দিলীপকে লক্ষ্য করে ধ্বনি দেয়। তবে চুপ থাকার লোক তো নন দিলীপ। পালটা দিলেন তিনি। বললেন, "হাতি চলে বাজার, কুত্তা ভোকে হাজার।" অর্থাৎ হাবেভাবেই বুঝিয়ে দিলেন, এসব বিষয়কে গুরুত্বই দেন না তিনি।

দিনকয়েক আগে দুর্গাপুরের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের ফুলঝোড়ে 'চায়ে পে চর্চা'য় যোগ দিয়েছিলেন দিলীপবাবু। অভিযোগ, সেইসময় বেশ কিছুজন তাঁর কাছে যান। কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ইস্যুতে মূলত অভিযোগ জানাতে যান তাঁরা। তবে দিলীপ ঘোষ তাঁদের কোনও কথাই শোনেননি বলেই অভিযোগ। তাতে ক্ষুব্ধ হন স্থানীয়রা। সেই সময় দিলীপ ঘোষকে ঘিরে 'গো ব্যাক' স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। এবার ফের বিক্ষোভের মুখে তিনি।

রাঁচিতে চলন্ত গাড়িতে আগুন, আহত চালক

রাঁচি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : রাঁচিতে একটি চলন্ত গাড়িতে আগুন লেগে চালক গুরুতর আহত হন। রাঁচির বিমানবন্দর থানা এলাকায় শুক্রবার হঠাৎ একটি চলন্ত গাড়িতে আগুন ধরে যায়। তার ফলে গুরুতর জখম হন গাড়ির চালক। দ্রুত তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জানা গিয়েছে, চলন্ত গাড়িতে হঠাৎ আগুন লাগায় গাড়ি চালক ভয় পেয়ে রাস্তার পাশে গাড়ি পার্ক করার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন, গাড়িটি দ্রুতগতিতে পাশের খাদে পড়ে যায়। কোনওমতে জ্বলন্ত গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন চালক। স্থানীয় আহত চালককে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বিমানবন্দর থানার আধিকারিক কাশ্যপ গৌতম ঘটনাস্থলে পৌঁছে দমকল বিভাগকে বিষয়টি জানান। দমকলের দুটি গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে কিছুক্ষণ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে শর্ট সার্কিট থেকে গাড়িতে আগুন লেগেছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে।

বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল, হাই কোর্টে গিয়েও সুরাহা হল না

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ধরের মনোনয়ন বাতিল হয়ে গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েও সুরাহা হল না। জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন ফিরিয়ে দিলেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম।

আদালত সূত্রে খবর, হাই কোর্টের একক বেঞ্চে জরুরি শুনানির আবেদন করেছিলেন দেবাশিসবাবু। কিন্তু সেখানে শুনানি হয়নি। এর পরেই তিনি প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন। কিন্তু সেই বেঞ্চও দেবাশিসবাবুর আর্জি খারিজ করে দিয়েছে।

প্রধান বিচারপতি বলেন, "এই মামলা গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত নয়। ইলেকশন পিটিশন ফাইল করতে হবে। সেটা করলে সোম বা মঙ্গলবার শুনানি করা যেতে পারে। কিন্তু আজই শুনানি সম্ভব নয়।"

বৃহস্পতিবার বীরভূম আসনের জন্য বিকল্প প্রার্থী বাছাই করে বিজেপি। দেবতনু ভট্টাচার্যও পদ্ম প্রতীকে মনোনয়ন জমা দেন। তখন থেকেই জল্পনা ছড়ায়, দেবাশিসের মনোনয়ন বাতিল হয়ে যেতে পারে। নথিপত্র সংক্রান্ত সমস্যার কারণেই হতে পারে তা। এর পর শুক্রবারই দেবাশিসবাবুর মনোনয়ন বাতিল হয়ে যায়। দলীয় সূত্রে খবর, 'নো ডিউজ' সার্টিফিকেট না থাকার জন্যই তাঁর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।

বাঁকুড়ার পাত্রসায়রে নির্বাচনী প্রচারে আসছেন তৃণমূল সুপ্রিমো

বাঁকুড়া, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : বাঁকুড়ার পাত্রসায়রে নির্বাচনী প্রচারে আসছেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। আগামী ৭ মে পাত্রসায়র স্টেশন মাঠে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী সুজাতা মন্ডলের সমর্থনে নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখবেন। ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি হারানো এবং ঘুষের বিনিময়ে অযোগ্যদের চাকরি দেওয়ার মত দুর্নীতিতে দল জড়িয়ে পড়ার পর দলনেত্রী কি বক্তব্য রাখবেন সে দিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল। পাত্রসায়রে দলীয় প্রার্থী সুজাতা মন্ডলের মত তিনিও কি সরব হবেন বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁর পারিবারিক বিষয়ে। সেদিকেই লক্ষ্য সকলের।

বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুজাতা মন্ডলের নির্বাচনী প্রচার শুরু হতেই তিনি তাঁর প্রাক্তন স্বামী সৌমিত্র খাঁকে উদ্দেশ করে চরিত্রহীন, লম্পট বলেন। সম্প্রতি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সৌমিত্র খাঁয়ের নাম না করে নানা বিষয়ে প্রকাশ্যে সরব হতে শোনা যায়।

নকশালবাড়ির বুথে ভুয়ো ভোটারকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা

নকশালবাড়ি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : শুক্রবার লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ভোটগ্রহণ চলছে উত্তরবঙ্গের তিনটি আসন দার্জিলিং, রায়গঞ্জ এবং বালুরঘাটে। এদিন ভোট চলাকালীন ভুয়ো ভোটারকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল দার্জিলিংয়ের নকশালবাড়ির ২৫/৭৭ নম্বর বুথে।

জানা গিয়েছে, বাগডোগরার বাসিন্দা আসমা খাতুন শুক্রবার ভোট দিতে নিজের এলাকা নকশালবাড়ি দক্ষিণ তোতারাম জোত ভৈষাটি প্রাইমারি স্কুলে আসেন। তিনি ভোটার স্লিপ নিয়ে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতেই জানতে পারেন, তাঁর ভোট অন্য কেউ দিয়েছেন। এনিয়ে এলাকায় ঝামেলা শুরু হয়। ঘটনাস্থলে যান পুলিশ ও সেক্টর অফিসার। মহিলাকে পুনরায় ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যান আধিকারিকরা। সেক্টর অফিসার পরে টেন্ডার ভোটের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ তুলে নেন স্থানীয়রা। জানা গিয়েছে, আসমা খাতুনের নামে আরও চারজন মহিলা ওই বুথে রয়েছে।

রাজস্থানের দৌসা জেলায় একটি গাড়ির ধাক্কায় ফুটপাতে ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত ৩, আহত ৮

দৌসা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : রাজস্থানের দৌসা জেলায় একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দৌসা জেলার মাহওয়া শহরে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারলে ফুটপাতে ঘুমন্ত অবস্থায় ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৮ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। দুইজন আহত ব্যক্তি মাহওয়ার সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং গুরুতর আহত ৬ জনকে জয়পুরে রেফার করা হয়েছে। নিহত ও আহত সকলেই ফুটপাতের বাসিন্দা ছিলেন। পুলিশ গাড়িটিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে। হেড কনস্টেবল ব্রিজ কিশোর জানান, বৃহস্পতিবার রাত ১১টা ২০ মিনিটে পুলিশ ঘটনার খবর পায়। তিনি জানিয়েছেন, গাড়ির চালক দ্রুত গতিতে এসে ১১ জন ফুটপাতের বাসিন্দাকে পিষে দেয়। তাদের মধ্যে ৩ জনের মৃত্যু ঘটে। ৮ জন আহত হন। দুর্ঘটনার পর চালক গাড়িটিকে ঘটনাস্থলে রেখে পালিয়ে যায়। পুলিশ ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটি হেফাজতে নিয়েছে। অভিযুক্ত চালককে খুঁজছে পুলিশ।

কাজের সন্ধান

নবোদয় স্কুলে ১৩৭৭ জনের চাকরি মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি, সবারই সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ফর্ম ফিলাপ করতে গিয়ে অনেক প্রার্থীরাই সমস্যায় পড়ছেন, ফোন করে সমাধানের উপায় জানতে চাইছেন। উত্তরে একটা কথাই বলছি, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের পদ্ধতি অনেকটা সহজ, তবে প্রথমে আপনাকে ওয়েবসাইটে প্রদত্ত 'ফর্ম ফিলাপের কৌশল' পুরোটা পড়ে, বুঝে নিতে হবে। প্রার্থীদের সুবিধার্থে এথানে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে পুনঃপ্রকাশিত হলো। প্রয়োজনে এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করে নিতে পারেন। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে সমস্ত নবোদয় বিদ্যালয় সমূহে স্টাফ নার্স, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট, মেস্ হেল্পার, এমটিএস, নন-টিচিং স্টাফ পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৭৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে শুরু ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজিপাশদের পদ রয়েছে, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। এককথায়, আবেদন করতে হবে অনলাইনের মাধ্যমে, পরীক্ষাও নেওয়া হবে অনলাইনে। নবোদয় বিদ্যালয় সমূহে নন-টিচিং বিভিন্ন পদে যেমন ফিমেল স্টাফ নার্স, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট, কম্পিউটার অপারেটর, হেল্পার, এমটিএস ইত্যাদি পদে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩০-০৪-২০২৪-এর হিসেবে অনূর্ধ্ব ৩৫-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তবে এসসি/এসটি/ ওবিসি সহ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় ছাড় রয়েছে। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। দরখাস্ত করতে হবে কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সার্টিফিকেট বা শংসাপত্রও স্ক্যান করে রাখতে হবে আপলোড করার জন্য। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি জমা দেবেন। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

পরীক্ষা হবে অনলাইনে অবজেক্টিভ টাইপের। অধিকাংশ পদের ক্ষেত্রে ৯০ মিনিটের পরীক্ষা। ১০০টি প্রশ্ন, ১০০ নম্বরের। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র হবে আগরতলায়। অন্যান্য রাজ্যের পরীক্ষা কেন্দ্র ওয়েবসাইটে পাবেন। পরীক্ষার তারিখ স্থির হয়নি। বিস্তারিত জানানো হবে কল লেটারের মাধ্যমে। তবে এর আগে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন প্রয়োজনে নিজস্ব উদ্যোগে 'মক টেস্ট' দেওয়ার সুযোগ পাবেন। চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবার পর সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

নিয়োগ হবে এই পদগুলোতে ঃ ক্রমিক নং - ১ ঃ পদের নাম - স্টাফ নার্স ঃ মোট শূন্যপদ ১২১টি, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর। যোগ্যতা ঃ বিএসসি (অনার্স) নার্সিং/ বিএসসি নার্সিং/ পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিং পাশ। ক্রমিক নং - ২ ঃ পদের নাম - অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার ঃ মোট শূন্যপদ ৫টি, বয়স ঃ ২৩-৩৩ বছর। যোগ্যতা ঃ যে-কোন বিষয়ে ডিগ্রি পাশ। ক্রমিক নং - ৩ ঃ পদের নাম - অডিট অ্যাসিস্ট্যান্ট ঃ মোট শূন্যপদ ১২টি, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর। যোগ্যতা ঃ বি.কম ডিগ্রি পাশ। ক্রমিক নং - ৪ ঃ পদের নাম - জুনিয়র ট্র্যান্সলেশন অফিসার ঃ মোট শূন্যপদ ৪টি, বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর।

উচ্চমাধ্যমিক পাশদের থেকে অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ৩৭১২ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সারা দেশে সমস্ত অফিসে এলডিসি, অ্যাসিস্ট্যান্ট, কম্পিউটার অপারেটরপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৭১২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ মে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১ জুলাই থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। উচ্চমাধ্যমিক পাশ হলেই আবেদন করা যাবে, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সারা দেশ জুড়ে অফিসগুলিতে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পদে নিয়োগের জন্য প্রার্থীবাছাই করবেন স্টাফ সিলেকশন কমিশন। কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল এগজামিনেশন, ২০২৪ পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য প্রথমে অবজেক্টিভ টাইপের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে জুলাই মাসে। যোগ্যতা - উচ্চমাধ্যমিক পাশ। আগামী বছর যাঁরা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবেন, শর্তসাপেক্ষে তাঁরাও আবেদনের যোগ্য।

এককথায়, উচ্চমাধ্যমিক পাশ তরুণ-তরুণীরা ০১-০৮-২০২৪ তারিখের হিসেবে বয়স ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হলে আবেদন করতে পারেন। দূরশিক্ষা বা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা ব্যবস্থায় যাঁরা পাশ করেছেন তাঁরা সংশ্লিষ্ট সময়কালে কোর্সটি ডিইসি-ইগনুর স্বীকৃত হলে আবেদন করতে পারবেন। আগামী বছর যাঁরা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবেন, শর্তসাপেক্ষে তাঁরাও আবেদনের যোগ্য। যোগ্যতা, বয়স সবই অর্জন করতে হবে ০১-০৮-২০২২ তারিখের মধ্যে। তফশিলি, ওবিসি, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী, বিধবা/বিবাহবিচ্ছিন্না/ ডিভোর্সী মহিলা প্রভৃতি প্রার্থীরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। যেমন, ওবিসি-দের জন্য বয়সের উর্ধ্বসীমা ৩০ বছর, এসসি/এসটি-দের জন্য ৩২ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩৭ বছর, বিধবা/ বিবাহ বিচ্ছিন্না/ ডিভোর্সী মহিলা প্রার্থীদের জন্য ৩৫ বছর। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক (এলডিসি) ও জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট (জেসিএ) পদের ক্ষেত্রে মূল মাইনে পে লেভেল ২ অনুযায়ী ১৯,৯০০-৬৩,২০০ টাকা, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পদের ক্ষেত্রে মূল মাইনে লেভেল ৪ অনুযায়ী ২৫,৫০০-৮১,১০০ টাকা এবং লেভেল ৫ অনুযায়ী ২৯,২০০-৯২,৩০০ টাকা। ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, গ্রেড-এ পদের ক্ষেত্রে মূল মাইনে লেভেল ৪ অনুযায়ী ২৫,৫০০-৮১,১০০ টাকা। পদগুলো নন-টেকনিক্যাল গ্রুপ-সি ভুক্ত। শূন্যপদের সংখ্যা ১৬০০টি। এর মধ্যে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক (এলডিসি) ও জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট (জেসিএ), ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, এবং ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, গ্রেড-এ পদের বিস্তারিত শূন্যপদের সংখ্যা ও বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। পরবর্তী সময়ে শূন্যপদের সংখ্যা আরও বাড়াতে পারে বলে এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে। নিয়মিত এঁদের ওয়েবসাইটে তা জানিয়ে দেওয়া হবে। ডেটাএন্ট্রি অপারেটর পদে নিয়োগ হবে এইসব মন্ত্রক অফিসে: (এ) কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, (বি) মিনিস্ট্রি অফ অ্যাগ্রিকালচার, (সি) সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন, (ডি) সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন, (ই) এসবের বাইরে অন্য কোনও ডিপার্টমেন্ট/অফিস।

এলডিসি নিয়োগ হবে দুটি গ্রুপে: (এ' গ্রুপ) (এ) আর্মড ফোর্সেস হেড কোয়ার্টাস ক্ল্যারিক্যাল সার্ভিসেস লোয়ার ডিভিশন গ্রেড (বি) ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া, (সি) ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, (ই) কোস্ট গার্ড, নিউ দিল্লি, (জি) ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস (বি), গ্রেড-ফোর, (এইচ) সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইভেস্টিগেশন, (আই) অফিস অফ কন্ট্রোলার জেনারেল অফ অ্যাকাউন্টস, (জে) মিনিস্ট্রি অফ পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স, (কে) প্রেসিডেন্ট'স সেক্রেটারিয়েট, (এল) সেন্টাল ভিজিল্যান্স কমিশন, (ও) ওপরের উল্লেখের বাইরে যে-কোনও অফিস। এলডিসির 'ওয়াই' গ্রুপের ক্ষেত্রে নিয়োগ হবে রাজ্যে-রাজ্যে অবস্থিত ওপরের অফিসগুলির, তাছাড়া রাজ্যে-রাজ্যে অবস্থিত সিএজিআইয়ের অফিস, অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল (অডিট) , অ্যাকাউন্টস জেনারেল (অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড এস্টাব্লিশমেন্ট), কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ডিফেন্স অ্যাকাউন্টস, এসবের বাইরে রাজ্যে-রাজ্যে অবস্থিত যে-কোনও কেন্দ্রীয় অফিস।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। আগের থেকে নিজের সই ও পাসপোর্ট মাপের জেপিজি ফর্ম্যাটের ১০০ বাই ১২০ পিক্সেলের ফটো (৮-বি গ্রে স্কেলে) স্ক্যান করে রাখবেন। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি পাঠাবেন ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী অথবা যে-কোনও মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই এগজাম-ফি লাগবে না। তবে ই-মেইল আইডি তৈরি করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, অনলাইনে দরখাস্ত ফিল-আপ, পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, ব্যাঙ্কের কমিশন, প্রিন্ট আউট বের করে রাখা, এডমিট কার্ড ডাউনলোড করা ইত্যাদির যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্তের প্রয়োজনীয় নিয়মনির্দেশ সাইটেই পাবেন, তবে দরখাস্ত করতে হবে ৭ মে-র মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ ৭ মে। অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত সাবমিট হয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন কপির প্রিন্ট আউট নিজের কাজে রাখবেন। তা কিন্তু আবার কোথাও পাঠাতে হবে না। যোগ্য প্রার্থীদের কললেটার, পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে, এঁদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে স্টাফ সিলেকশন কমিশনের 'কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডরি লেভেল এগজামিনেশন, ২০২৪'-এর মাধ্যমে পরীক্ষায় থাকবে কম্পিউটার ভিত্তিক দুটি পর্ব। প্রথম পর্ব ১ জুলাই থেকে শুরু। তবে কাঁর কবে পরীক্ষা তা জানিয়ে দেওয়া হবে কল লেটারের মাধ্যমে। ২০০ নম্বরের, অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের। তাতে থাকবে ৪ পেপার, প্রতিটিতে ২৫টি প্রশ্ন, ৫০ নম্বর। সব পেপারেই আলাদা-আলাদা ভাবে সফল হতে হবে। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে, প্রতিটি ভুলের জন্য ০.৫০ নম্বর অর্থাৎ ৪টি ভুলের জন্য ২ নম্বর খোয়াতে হবে। ৬০ মিনিটের পরীক্ষা, লিখনসহকারী নেওয়া দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা নির্দিষ্ট ২০ মিনিট সময় অতিরিক্ত পাবেন। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র হবে আগরতলায়।

কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইনে পরীক্ষার ফল বেরোলে সফল প্রার্থীরা তার দুয়েক মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় পর্ব বা টাইপিং টেস্ট বা স্কিল টেস্টে ডাক পাবেন। দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তী সময়ে এঁদের ওয়েবসাইটে এবং সফল প্রার্থীদের ফোনে এবং মেইলে জানানো হবে। টাইপ টেস্টে কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে অন্তত ৩০টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা দেখাতে হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **কম্বাইন্ড মেডিক্যাল সার্ভিস এক্সামিনেশন (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৮২৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ১৪ জুলাই, সরাসরি সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৪০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি, এমই, এমটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বাপরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইন্ডিয়ান ইকোনোমিক সার্ভিস, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভিস এগজামিনেশন (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৪৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদেরপরীক্ষা ২১ জুন, কেন্দ্র শিলং/ কলকাতা সহ সারা দেশে বিভিন্ন শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ক্লার্ক, ক্যাশিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ২৩৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (সেবি),**
শূন্যপদ ঃ ৯৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজিপাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র সারা দেশে বিভিন্ন শহরে, তবে নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এটেন্ড্যান্ট, নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, এম.ও (স্বাস্থ্য বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, এমবিবিএস পাশদেরও নির্দিষ্ট পদ রয়েছে,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল ,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা পরীক্ষা কেন্দ্র দিল্লিতে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ফ্যাকাল্টি (এনআইটি, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৪৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমই, এমটেক, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (এয়ারপোর্ট অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৪৯০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, এমবিএ পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ মে,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১১১৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআইপাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ মে,
বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সায়েন্টিস্ট (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ১০৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ মে,
বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইউটিলিটি এজেন্ট, র‍্যাম্প ড্রাইভার, হ্যান্ডিম্যান, হ্যান্ডিওমেন (এয়ার ট্র্যান্সপোর্ট অথরিটি)**
শূন্যপদ ঃ ৪২২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ মে,
বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকার বা ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সম্পর্কে বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **হেল্পার, এটেন্ড্যান্ট, কনসালটেন্ট, এম.ও (স্টিল অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ১০৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, ডিগ্রি, পিজি পাশ পর্যন্ত,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৪ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ মে,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এলডিসি, অ্যাসিস্ট্যান্ট, কম্পিউটার অপারেটর (কেন্দ্রীয় সরকার)**
শূন্যপদ ঃ ৩৭১২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ মে,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১ জুলাই থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে রেল মন্ত্রকে ১১১৩ এপ্রেন্টিস, পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে দক্ষিন পূর্ব মধ্য রেলেও এধরনের এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১১৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ মে, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। অন্য রেলওয়ে অথবা মন্ত্রকের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন বা ট্রেডের জন্য অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারেন ১ মে-র মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১ মে। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস হিসেবে সহস্রাধিক বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে দক্ষিন পূর্ব মধ্য রেলে অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০২-০৪-২০২৪-এর হিসেবে অনূর্ধ্ব ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - ই/ পিবি/ আর/ রিক্রুটমেন্ট/ অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস/ ০১/ ২০২৪-২৫, তারিখ ২ এপ্রিল, ২০২৪। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — রাইপুর ডিভিশনে ডিআরএম অফিসে ক্রমিক নং (১) ঃ ওয়েল্ডার, শূন্যপদ ১৬১টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৬৫টি। এসসি ২৪টি, এসটি ১২টি, ওবিসি ৪৪টি, ইডব্লিওএস ১৬টি পদ সংরক্ষিত। ৬টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১৬টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) ঃ টার্ণার, শূন্যপদ ৫৪টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২২টি। এসসি ৮টি, এসটি ৪টি, ওবিসি ১৫টি, ইডব্লিওএস ৫টি পদ সংরক্ষিত। ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৫টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩) ঃ ফিটার, শূন্যপদ ২০৭টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৮৩টি। এসসি ৩১টি, এসটি ১৬টি, ওবিসি ৫৭টি, ইডব্লিওএস ২০টি পদ সংরক্ষিত। ৮টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪) ঃ ইলেকট্রিশিয়ান, শূন্যপদ ২১২টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৮৫টি। এসসি ৩২টি, এসটি ১৬টি, ওবিসি ৫৮টি, ইডব্লিওএস ২১টি পদ সংরক্ষিত। ৮টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৫) ঃ স্টেনোগ্রাফার, ইংলিশ-শূন্যপদ ১৫টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৬টি। এসসি ২টি, এসটি ১টি, ওবিসি ৪টি, ইডব্লিওএস ২টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৬) ঃ স্টেনোগ্রাফার, হিন্দি শূন্যপদ ৮টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৩টি। এসসি ১টি, এসটি ১টি, ওবিসি ২টি, ইডব্লিওএস ১টি পদ সংরক্ষিত। ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৭) ঃ কম্পিউটার অপারেটর এন্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট, শূন্যপদ ১০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৪টি। এসসি ১টি, এসটি ১টি, ওবিসি ৩টি, ইডব্লিওএস ১টি পদ সংরক্ষিত। ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৮) ঃ হেলথ এন্ড সেনেটারি ইন্সপেক্টর, শূন্যপদ ২৫টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১০টি। এসসি ৪টি, এসটি ২টি, ওবিসি ৭টি, ইডব্লিওএস ২টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৯) ঃ মেশিনিস্ট, শূন্যপদ ১৫টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৬টি। এসসি ২টি, এসটি ১টি, ওবিসি ৪টি, ইডব্লিওএস ২টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১০) ঃ মেকানিক ডিজেল, শূন্যপদ ৮১টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৩৩টি। এসসি ১২টি, এসটি ৬টি, ওবিসি ২২টি, ইডব্লিওএস ৮টি পদ সংরক্ষিত। ৩টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৮টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১১) ঃ মেকানিক (আরএসি), শূন্যপদ ২১টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৮টি। এসসি ৩টি, এসটি ২টি, ওবিসি ৬টি, ইডব্লিওএস ২টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১২) ঃ মেকানিক অটো ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স, শূন্যপদ ৩৫টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৪টি। এসসি ৫টি, এসটি ৩টি, ওবিসি ১০টি, ইডব্লিওএস ৩টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৪টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **কম্বাইন্ড মেডিক্যাল সার্ভিস এগজামিনেশন** -এর জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। নিয়োগ হবে ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে। শূন্যপদ ঃ ৮২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ, বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ১৪ জুলাই, সরাসরি সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এক্সিকিউটিভ ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি, এমই, এমটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বাপরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **ইন্ডিয়ান ইকোনোমিক সার্ভিস, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভিস এগজামিনেশন** -এর জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। নিয়োগ হবে ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে। শূন্যপদ ঃ ৪৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদেরপরীক্ষা ২১ জুন, কেন্দ্র শিলং/ কলকাতা সহ সারা দেশে বিভিন্ন শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে **ক্লার্ক, ক্যাশিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৩৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ২১-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* সেবি-তে **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজিপাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র সারা দেশে বিভিন্ন শহরে, তবে নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে স্বাস্থ্য বিভাগে **এটেন্ড্যান্ট, নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, এম.ও** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, এমবিবিএস পাশদেরও নির্দিষ্ট পদ রয়েছে, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল , বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা পরীক্ষা কেন্দ্র দিল্লিতে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে এনআইটি-তে **ফ্যাকাল্টি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমই, এমটেক, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে। * এয়ারপোর্ট অথরিটিতে **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৯০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, এমবিএ পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ মে, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১১৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ মে, বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অদীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সায়েন্টিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ১০৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ মে, বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ার ট্র্যান্সপোর্ট অথরিটিতে **ইউটিলিটি এজেন্ট, র‍্যাম্প ড্রাইভার, হ্যান্ডিম্যান, হ্যান্ডিওমেন** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪২২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ মে, বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকার বা ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সম্পর্কে বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে। * স্টিল অথরিটির অধীনে **হেল্পার, এটেন্ড্যান্ট, কনসালটেন্ট, এম.ও** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, ডিগ্রি, পিজি পাশ পর্যন্ত, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৪ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ মে, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সারা দেশে সমস্ত অফিসে **এলডিসি, অ্যাসিস্ট্যান্ট, কম্পিউটার অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৭১২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ মে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১ জুলাই থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

“মগের মুলুক”, এসএসসি-র বেআইনি নিয়োগের রায়কে ফের তোপ মমতার

পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : “যখন ইচ্ছে হল সবার চাকরি খেয়ে নেওয়া! মগের মুলুক?” সোম-মঙ্গল-বুধ উপর্যুপরি তিন দিন আদালতের রায়কে কটাক্ষ করার পরে শুক্রবারও এই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
ঘাটালে তিনি তৃণমূল প্রার্থী দেবের সমর্থনে প্রচারসভায় বলেন, আপনারা চাকরি খেলেন, তার পর বলছেন যে বেতন পেয়েছেন, তা ১২ শতাংশ সুদ সমেত ফেরত দিতে হবে। যিনি এই রায় দিয়েছেন, তাঁর আমি নাম করছি না। কিন্তু তাঁর যদি সারা জীবনের সব কিছু চলে যায় আর বলা হয় সব টাকা ফেরত দাও, তা হলে পারবেন?
মমতা বলেন, চাকরির অধিকার কাড়তে দেব না। ১০ লক্ষ চাকরি আমি প্রস্তুত করে রেখেছি বিজেপির জন্য দিতে পারছি না।
মমতা বলেন, “যারা ২৬ হাজার ছেলেমেয়ের চাকরি খেয়ে নিল, তাদের ছেড়ে দেব? কারও চাকরি এ ভাবে খাওয়া যায় না। যদি কোনও ভুল থাকে বলবেন সংশোধন করে নেবে। সে তো শ্রমটা দিয়েছে। শ্রমের টাকাটা আপনি নেবেন কী করে। শুধু শ্রমদান নয়, ২৬ হাজার শিক্ষক যদি চলে যায় স্কুল গুলিকে পড়াবে কে? আমি শুনেছি আরএসএসকে স্কুল গুলির দায়িত্ব দেবেন? আমি শুনেছি সেনা স্কুলের দায়িত্ব আরএসএসকে দিয়েছে। লজ্জা করে না? ”
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “মহামান্য আদালতের কাছে আমরা বিচারের আশা করি। কিন্তু কত মামলা দেড়শো-দু’শো বছর ধরে পড়ে থাকে। মানুষের টাকা নষ্ট হয়। তার সমাধান হয় না। আর বিজেপি ‘পিল’ (জনস্বার্থ মামলা) করলেই বেল। আর তৃণমূল করলে জেল। বিজপি করলে পিল। আর তৃণমূল করলে খিল।”
শুক্রবার ছিল দার্জিলিং, রায়গঞ্জ, বালুরঘাটে ভোট। তবে দক্ষিণবঙ্গে প্রচার চলে। দুপুরে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে তৃণমূল প্রার্থী দেবের সমর্থনে প্রচারসভা হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আগামী ২৫ মে ভোট ঘাটালে।

হাঁসফাঁস গরম; ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রা, চাঁদিফাটা রোদে অতিষ্ঠ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): অসহ্য গরম থেকে এখনই রেহাই মিলবে না, আগামী আরও কিছু দিন গরমের দহনজ্বালায় জ্বলতে হবে কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গকে। এই তাপপ্রবাহের মধ্যেই, চাঁদিফাটা রোদের দাপট জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে। দুপুরে রাস্তায় বেরোলে শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে রোদের তেজ। গত ৪৪ বছরে এপ্রিল মাসে এত গরম পড়েনি কলকাতায়, এমনটাই বলছেন আবহাওয়াবিদরা। গরমের এই দীর্ঘ ‘স্পেল’ কলকাতায় বেশ বিরল।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, হাঁসফাঁস গরম থেকে এখনই মুক্তি মিলবে না, দিনের বেলা আরও বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রা, অস্বস্তি, তাপপ্রবাহ বজায় থাকবে উত্তরেও। শুষ্ক পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিমা বায়ুর কারণেই বৃদ্ধি পেতে চলেছে তাপমাত্রা। আগামী সোমবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণের সব জেলায়। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি।
তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি উত্তরবঙ্গেও। মালদহ এবং উত্তর দিনাজপুরে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি রয়েছে। তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরেও। শনি থেকে সোমবার মালদহ এবং দুই দিনাজপুরেই হতে পারে তীব্র তাপপ্রবাহ। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারেও বাড়বে গরম। আর্দ্রতার কারণে অস্বস্তি থাকবে খুব বেশি।

দেশের ৮৮টি কেন্দ্রে চলছে ভোটগ্রহণ, দ্বিতীয় দফায় ভাগ্যপরীক্ষা একঝাঁক তারকা প্রার্থীর

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় শুক্রবার দেশের ১৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ৮৮টি আসনে ভোটগ্রহণ চলছে। ভোটগ্রহণ শুরু হয় সকাল সাতটা থেকে চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। এই দফায় ভোটগ্রহণ চলছে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি সংসদীয় আসন দার্জিলিং, রায়গঞ্জ এবং বালুরঘাটে। এছাড়াও ভোটগ্রহণ চলছে অসমের ৫টি, বিহারের ৫টি, ছত্তিশগড়ের ৩টি, কর্নাটকের ১৪টি, কেরলের ২০টি, মধ্যপ্রদেশের ৭টি, মহারাষ্ট্রের ৮টি, উত্তর প্রদেশের ৮টি, রাজস্থানের ১৩টি আসনেও।
দ্বিতীয় দফার ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা-সহ একঝাঁক তারকা প্রার্থীর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্যেরও ‘ভাগ্যপরীক্ষা’ হচ্ছে এই দফার ভোটে। ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হওয়ার আগেই ভোটারদের উদ্দেশে রেকর্ড সংখ্যায় ভোট দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে মোদী লেখেন, “আজ যে সব আসনে ভোট হচ্ছে, লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায়, সেই সব আসনের প্রত্যেক ভোটদাতাকে রেকর্ড সংখ্যায় অংশগ্রহণের অনুরোধ জানাই। ভোটদানের উচ্চ হার আমাদের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে। আমি বিশেষ করে আমাদের তরুণ ও মহিলা ভোটারদের বিপুল সংখ্যায় যোগদানের অনুরোধ করব। আপনার ভোটই হল আপনার কণ্ঠস্বর!” দ্বিতীয় দফার ভোটে ভোটারদের ভোটদানে উৎসাহিত করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।
তাপপ্রবাহ চলছে দেশের নানা প্রান্তে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানা, কর্নাটক এবং উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি জায়গায় তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস দিয়ে রেখেছে আবহাওয়া দফতর। বিহারের কয়েকটি কেন্দ্র বাঁকা, মাধেপুর, মুঙ্গেরের ভোটগ্রহণের সময় বৃদ্ধি করেছে নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার সকাল সকালই ভোট দিলেন ইনফোসিস-কর্তা নারায়ণ মূর্তি। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ সুধা মূর্তিও। বেঙ্গালুরুর বিইএস পোলিং বুথে গিয়ে ভোট দিয়েছেন তাঁরা। ভোট দিয়ে এসে তাঁরা সকলকে গণতন্ত্রের উৎসবে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান। লোকসভা নির্বাচনে ভোট দেওয়ার পরে ইনফোসিস কর্তা নারায়ণ মূর্তি বলেছেন, ’প্রতি পাঁচ বছরে একবার, আমরা আমাদের সংবিধান দ্বারা প্রদত্ত অধিকার কার্যকর করার সুযোগ পাই। আজ একটি আনন্দের দিন।’ সুধা মূর্তি বলেছেন, ’আমি সবাইকে বলতে চাই- ঘরে বসে থাকবেন না, বাইরে এসে ভোট দিন, নিজের নেতা বেছে নিন।’ কেরলের এর্নাকুলামে ভোট দিয়েছেন কেরলের বিরোধী দলনেতা ভিডি সতীসান।

‘প্রথম ভোট’ দেওয়া হল না দার্জিলিং-এর তৃণমূল প্রার্থীর, আক্ষেপ গোপাল লামার

শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): সর্বাগ্রে ভোট দেওয়ার ইচ্ছে পূরণ হল না দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গোপাল লামার। ভোট দিলেন ঠিকই, কিন্তু প্রথম ভোট দেওয়া হল গোপাল লামার। শুক্রবার সকাল সকাল শিলিগুড়ির প্রধান নগরের মার্গারেট স্কুলে ভোট দিতে পৌঁছন তিনি। ভোটদান পর্ব মিটিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গোপাল বলেন, “সবার প্রথমে ভোট দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও তা হল না। আমার আগে এক জন বৃদ্ধ মহিলা ছিলেন। তিনিই প্রথম ভোট দিলেন। আমি তার পরে। সকাল সকাল বুথগুলিতে ভিড় হতে শুরু করেছে। সারা দিন সমতলেই বিভিন্ন বুথে ঘুরব। পাহাড়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নেই। শান্তিপূর্ণ ভাবেই ভোট হচ্ছে।”
দার্জিলিং সংসদীয় আসনে এ বার মূলত ত্রিমুখী লড়াই। তবে এখানের অঙ্ক যে আর পাঁচটা কেন্দ্রের চেয়ে জটিল, তা মানছেন অনেকেই। বিজেপি এ বারও সেখানে প্রার্থী করেছে দলের বিদায়ী সাংসদ রাজু বিস্তাকে। তৃণমূল প্রার্থী করেছে প্রাক্তন আমলা গোপাল লামাকে। কংগ্রেস প্রার্থী করেছে মুনীশ তামাংকে।

বালুরঘাট-সহ বাংলার ৩টি আসনে চলছে ভোটগ্রহণ, সকাল সকাল ভোটদানে উৎসাহ

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের তিনটি আসনে চলছে ভোটগ্রহণ। ভোটগ্রহণ চলছে উত্তরবঙ্গের তিনটি আসন দার্জিলিং, রায়গঞ্জ এবং বালুরঘাটে। দার্জিলিঙে মোট ভোটারের সংখ্যা ১৭ লক্ষ ৬৫ হাজার ৭৪৪। রায়গঞ্জ আসনে মোট ভোটারের সংখ্যা ১৭ লক্ষ ৯০ হাজার ২৪৫। বালুরঘাটে ভোট দেওয়ার কথা মোট ১৫ লক্ষ ৬১ হাজার ৯৬৬ জনের। বালুরঘাটের হরিরামপুর বিধানসভার মহাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯৪ নম্বর বুথে এবং রায়গঞ্জের গোয়ালপোখর বিধানসভার গোয়াগাঁও-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২১৩ নম্বর বুথে ভোটারদের হেনস্থা করা এবং মহিলা ভোটারদের ভোটদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলল তৃণমূল কংগ্রেস।
দার্জিলিং : দার্জিলিঙে এ বার মূলত ত্রিমুখী লড়াই। তবে এখানের অঙ্ক যে আর পাঁচটা কেন্দ্রের চেয়ে জটিল, তা মানছেন অনেকেই। বিজেপি এ বারও সেখানে প্রার্থী করেছে দলের বিদায়ী সাংসদ রাজু বিস্তাকে। তৃণমূল প্রার্থী করেছে প্রাক্তন আমলা গোপাল লামাকে। কংগ্রেস প্রার্থী করেছে মুনীশ তামাংকে।
রায়গঞ্জ : এ বার রায়গঞ্জে প্রার্থী বদল করেছে বিজেপি। ওই কেন্দ্রের দলের বিদায়ী সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী চলতি লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রের পদ্মপ্রার্থী। রায়গঞ্জে বিজেপি প্রার্থী করেছে কার্তিকচন্দ্র পালকে। তৃণমূল প্রার্থী করেছে বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দেওয়া রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীকে। আর কংগ্রেস প্রার্থী করেছে প্রাক্তন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা আলি ইমরান রামজ (ভিক্টর)-কে।
বালুরঘাট : বালুরঘাটে এ বার বিজেপির প্রার্থী দলের রাজ্য সভাপতি তথা এই কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। তৃণমূল প্রার্থী করেছে দলের পুরনো নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রকে। বামেদের তরফে আরএসপি এই কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছে। প্রার্থী হয়েছেন জয়দেবকুমার সিদ্ধান্ত।
গরমের হাত থেকে বাঁচতে সকাল সকাল ভোট দেওয়ার উৎসাহ দেখা গেল মানুষের মধ্যে। বালুরঘাট মণিমেলা পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৯ এ-র ৫১, ৫২, ৫৩ নম্বর বুথে সকাল থেকে ভোটারদের লম্বা লাইন দেখা যায়। সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকেই ভোটাররা ভিড় জমিয়েছেন ভোটকেন্দ্রের সামনে। সকাল ৭টায় ভোটগ্রহণ শুরুর আগেই ভোটারদের লম্বা লাইন পড়ে যায়। মূলত গরমের হাত থেকে বাঁচতেই সকাল সকাল ভোট দিতে এসেছেন বলে জানিয়েছেন ওই ভোটারেরা। সকাল সকাল ভোট দিলেন প্রাক্তন আমলা তথা দার্জিলিঙ কেন্দ্রের ভোটার হর্ষবর্ধন শ্রীংলা। ভোটগ্রহণ শুরুর কিছু সময় পরেই ভোট দিলেন দার্জিলিং কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী গোপাল লামা।

প্রথম দু’ঘণ্টায় ৬০ অভিযোগ তৃণমূলের, অধিকাংশই ইভিএম সংক্রান্ত

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): ভোট শুরুর পর প্রথম দু’ঘণ্টায় ৬০ অভিযোগ তৃণমূলের। অধিকাংশ অভিযোগই বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ কেন্দ্র থেকে। রায়গঞ্জ থেকে ৩০ এবং বালুরঘাট থেকে ২৭টি অভিযোগ উঠেছে বলে দাবি তৃণমূলের। অধিকাংশ অভিযোগ ইভিএম সংক্রান্ত। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধেও ভোটারদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ভোট শুরুর পর ৪০ মিনিট কেটে গেলেও ভোটই শুরু হয়নি কুমারগঞ্জের ডাঙারহাটের একটি বুথে ও রায়গঞ্জের ১২৯ নম্বর বুথে। দুই জায়গা থেকেই ইভিএম খারাপের খবর মিলেছে। এতে অপেক্ষমান ভোটার এবং রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের অনেকে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁরা অসন্তোষ জানান ভোটকর্মীদের।এদিন সকালে ভোট শুরু হতেই ভোটারদের বাধা দেওয়ার অভিযোগে সরব হন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর অভিযোগ, গঙ্গারামপুরের নাড়ুই কেন্দ্র, ইটাহারে ভোটদানে বাধা দিচ্ছে তৃণমূল। বিজেপির এজেন্টকে মারধরের অভিযোগেও সরব হন বিজেপি প্রার্থী।

তৃণমূলের শাসনে শুধু দুর্নীতি হয়, এরা উন্নয়নকে আটকে রেখেছে : প্রধানমন্ত্রী

মালদা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): বিরোধী তৃণমূল এবং কংগ্রেসকে কটাক্ষ করলেন প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার মালদা উত্তরের নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ”বিরোধীরা প্রথম দফার ভোটেই ধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে। তৃণমূলের শাসনে শুধু দুর্নীতি হয়। সব ধরণের দুর্নীতি হয়। এরা উন্নয়নকে আটকে রেখেছে। তৃণমূল দুর্নীতি করে আর মানুষকে ভুগতে হয়। বাংলায় কাটমানি, কমিশন ছাড়া কিছু হয় না। কৃষকদেরও ছাড়ে না এরা।” ভোট ঘোষণা হওয়ার পর রাজ্যে এই নিয়ে চতুর্থ সফর প্রধানমন্ত্রী মোদীর। এদিন মঞ্চে উপবিষ্ট হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী মোদীকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন মালদা দক্ষিণের বিজেপির প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। মূর্তি উপহার দেন মালদা উত্তরের বিজেপির প্রার্থী খগেন মুর্মু।
এই জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, “তৃণমূল যুব সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এদের জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে এমন দুর্নীতি হয়েছে যে, ২৬ হাজার পরিবারের সুখ কেড়ে নিয়েছে। রুজিরুটি চলে গিয়েছে। যুব সমাজের উন্নতির সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছে তৃণমূল।” একই সঙ্গে বিজেপি সরকারের কাজের খতিয়ানও দিলেন প্রধানমন্ত্রী। মোদী বলেন, “বাংলায় ৫০ লক্ষের থেকে বেশি কৃষকদের জন্য আট হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। কিন্তু তৃণমূল সরকার সেই টাকা কৃষকদের হাতে পৌঁছতে দিচ্ছে না। তৃণমূলের নেতারা প্রকল্পের টাকা নিয়ে নেয়। কেন্দ্রের সমস্ত প্রকল্প ভেস্তে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আয়ুষ্মান প্রকল্পকেও আটকে দিয়েছে।”
আক্ষেপ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ’একটা সময় ছিল যখন সমগ্র দেশের উন্নয়নে নেতৃত্ব দিত বাংলা। কিন্তু, প্রথমে বামপন্থী এবং তারপর টিএমসি বাংলার মহানুভবতাকে আঘাত করেছে, বাংলার সম্মানকে ক্ষুন্ন করেছে এবং বিকাশকে থামিয়ে দিয়েছে।’

দুর্নীতিমুক্ত শাসন, নিরাপদ পরিবেশ এবং নাগরিকত্বের অধিকারের কথা শাহর বার্তায়

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): শুক্রবার সকালে ভোট শুরুর মুখে এক্স হ্যান্ডলে বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি লিখেছেন, “আজ লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপের ভোট, আমি পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার জনগণকে আহ্বান জানাই বিপুল সংখ্যক ভোট দিয়ে এমন একটি সরকার নির্বাচন করার জন্য, যারা আপনাকে দুর্নীতি মুক্ত শাসন, নিরাপদ পরিবেশ এবং আপনার নাগরিকত্বের অধিকার সুনিশ্চিত করার সাথে সাথে অনুপ্রবেশ রোধ করবে।”

ময়নায় পানের বরজে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

পূর্ব মেদিনীপুর, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়নায় পানের বরজে এক নিখোঁজ যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবার সকালে এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। বিজেপি-র দাবি, ওই যুবক তাঁদের দলের কর্মী। বিজেপি-র তরফে জানানো হয়েছে, “যুবকের নাম দীনবন্ধু (ধনঞ্জয়) মিদ্যা। বয়স ১৮। পিতা সুদর্শন মিদ্যা। গ্রাম গোড়া মহাল বিজেপির সক্রিয় কর্মী। বুধবার রাত থেকেই নিখোঁজ ছিলেন ওই যুবক। মাঝ রাতে একটা পানের বরজ থেকে পাওয়া ওই যুবকের ঝুলন্ত দেহ। তাঁর গায়ে আঘাতের চিহ্ন আছে। দেহের বেশ কিছুটা অংশ মাটিতে হাঁটু লেগে আছে।”
বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডল শুক্রবার সংবাদমাধ্যমে বলেন, “দীনবন্ধু গ্রামের ২৩৪ নম্বর বুথের কার্যকর্তার বাড়ির ছেলে। ও সরাসরি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয়। তবে বিজেপি সমর্থক। বাড়ির সবাই এবং প্রতিবেশীদের অনেকে ওই দলের সমর্থক। তৃণমূলের ছেলেরা তাঁকে নৃশংসভাবে খুন করেছে। গত বছর ১ মে এখানেই, এই বুথেরই এক বিজেপি কার্যকর্তাকে খুন করা হয়। তার তদন্ত চলছে। সেই খুনের প্রথম বর্ষপূর্তির প্রাক্কালে আবার একটা খুন। বুধবার ফোনে মা-কে বাড়ি ফিরে খাবে বলে ধনঞ্জয়। তার পর নিখোঁজ হয়ে যায়। পুলিশকে অভিযোগ করা হয়েছে।”

সন্ত্রাস-বিরোধী অভিযানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য, বারামুল্লায় খতম দুই সন্ত্রাসবাদী

শ্রীনগর, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): সন্ত্রাস-বিরোধী অভিযানে জম্মু ও কাশ্মীরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। শুক্রবার জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার সোপোরে এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে দুই সন্ত্রাসবাদী। নিহত জঙ্গিদের নাম ও পরিচয় এখনও জানা যায়নি। শুক্রবার সকালে সোপোরের নওপোরা এলাকায় এই সংঘর্ষ চলে।
পুলিশ জানিয়েছে, জঙ্গিদের গতিবিধি সম্পর্কে টের পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে সোপোরের নওপোরা এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ, সেনাবাহিনী ও সিআরপিএফ। জঙ্গিরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, সে জন্য চারিদিক ঘিরে রাখে সুরক্ষা বাহিনী। শুক্রবার সকালে নতুন করে এনকাউন্টার শুরু হলে খতম হয়েছে দুই জঙ্গি।

বিকশিত ভারত গড়ার স্বপ্নকে ত্বরান্বিত করার ডাক নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): শুক্রবার সকালে লোকসভা ভোটের দ্বিতীয় পর্যায় শুরুর মুখে এক্স হ্যান্ডলে বার্তা দিলেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, “লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হওয়ার সাথে সাথে, আমি আমার সমস্ত সহ নাগরিকদের, বিশেষ করে যুবকদের কাছে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার পূর্ণ উদ্যমে প্রয়োগ করার এবং গণতন্ত্রের মর্মকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আবেদন করছি। এটি সব ভোটারদের জন্য এমন একটি সরকার বেছে নেওয়ার একটি সুবর্ণ সুযোগ যা সর্বাত্মক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেবে এবং আমাদের বিকশিত ভারত গড়ার স্বপ্নকে ত্বরান্বিত করবে।”

সংবিধান ভালো হাতেই রয়েছে, বিরোধীদের কটাক্ষ করে মন্তব্য ওম বিড়লার

কোটা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): সংবিধান ভালো হাতেই রয়েছে, বিরোধীদের কটাক্ষ করে বললেন লোকসভার অধ্যক্ষ তথা রাজস্থানের কোটা সংসদীয় আসনের বিজেপি প্রার্থী ওম বিড়লা। শুক্রবার ওম বিড়লা বলেছেন, ’এটা সংবিধান বাঁচানোর লড়াই নয়, সংবিধান ভালো হাতে রয়েছে। তাঁরা শুধু মিথ্যা ছড়াচ্ছে। সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক সংরক্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকবে।’
ওম বিড়লা এদিন আরও বলেছেন, রাজ্য সরকার ৯ মাস ধরে বকেয়া পরিশোধ করেনি, কিন্তু ভজনলাল শর্মা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সাথে সাথে রাজস্থান সরকার ২০ দিনের মধ্যে টাকা জমা দেয়। একটি ডিপিআর তৈরি হওয়ার পর বিমানবন্দর নির্মাণ শুরু হবে।’

সপরিবারে ভোট দিলেন অশোক গেহলট, কংগ্রেসের জয় নিয়ে প্রবল আশাবাদী

যোধপুর, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): সপরিবারে ভোট দিলেন রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট। শুক্রবার সকালে যোধপুরের একটি পোলিং বুথে গিয়ে ভোট দিয়েছেন রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। প্রসঙ্গত, এবারের লোকসভা নির্বাচনের রাজস্থানের জালোর আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন গেহলটের ছেলে বৈভব গেহলট।
ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পর অশোক গেহলট বলেছেন, ’আমরা মনে করি রাজস্থানে কংগ্রেস দুই অঙ্কের আসন জিতবে, আমাদের অবাক হওয়া উচিত নয়। ভোটের একটি বড় তাৎপর্য রয়েছে, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হলে আমাদের বিপুল সংখ্যক ভোট দেওয়া জরুরী...এই নির্বাচন নিছক নির্বাচন নয়, সংবিধান বাঁচানোর ভোট।’

বেঙ্গালুরুতে ভোট দিলেন দত্তাত্রেয় হোসবালে, তিরুবন্তপুরমে ভোটাধিকার প্রয়োগ এস সোমনাথের

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভোট দেওয়ার লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে। লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় শুক্রবার সকালে বেঙ্গালুরু কেন্দ্রীয় লোকসভা কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে।
পাশাপাশি এদিনই সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভোট দেওয়ার লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র প্রধান এস সোমনাথ। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর তিরুবন্তপুরমের একটি পোলিং বুথে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন এস সোমনাথ। ভোট দেওয়ার পর এস সোমনাথ বলেছেন, ’আমি ভোট দিয়ে খুব খুশি। প্রতিটি ভোট গুরুত্বপূর্ণ। ভোট দিতে দ্বিধা করবেন না।

ভোট দিলেন কে সি বেণুগোপাল, নিজের জয় নিয়ে প্রবল আশাবাদী কংগ্রেস নেতা

আলাপ্পুঝা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): ভোট দিয়ে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপাল। শুক্রবার সকাল সকাল ভোট দিয়েছেন তিনি, ভোট দেওয়ার পর নিজের জয় নিয়ে আশা ব্যক্ত করেছেন বেণুগোপাল। তিনি বলেছেন, ’আমি আত্মবিশ্বাসী, আলেপ্পির জনগণ আমার পাশে থাকবেন।’
আলাপ্পুঝা সংসদীয় আসনের প্রার্থী কে সি বেণুগোপাল। এই আসনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন সিপিআই (এম)-এর এ এম আরিফ এবং বিজেপি শোভা সুরেন্দ্রন। কে সি বেণুগোপাল এদিন বলেছেন, ’লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার পরে, প্রধানমন্ত্রী আতঙ্কিত। আমি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই কংগ্রেসের ইস্তেহারকে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে আনার জন্য। কেরলে ইউডিএফ ২০টি আসনেই জয়লাভ করবে, ওয়ানাডের জনতা দেখাবেন যে তাঁরা রাহুল গান্ধীর সাথে আছেন।

ক্রীড়া তারকাদের ভোটদান : ভোট দিলেন অনিল কুম্বলে ও রাহুল দ্রাবিড়

বেঙ্গালুরু, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হলেন ক্রীড়া তারকারাও। শুক্রবার সকালে লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন অনিল কুম্বলে ও রাহুল দ্রাবিড়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভোট দেওয়ার লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় তাঁদের। প্রাক্তন ক্রিকেটার ও বর্তমানে ভারতীয় ক্রিকেট টিমের হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড় বেঙ্গালুরুতে ভোট দেন।
ভোট দেওয়ার পর রাহুল দ্রাবিড় বলেছেন, ’বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে সবার ভোট দেওয়া উচিত। গণতন্ত্রে ভোট দেওয়া একটি সুযোগ।’ প্রাক্তন ক্রিকেটার অনিল কুম্বলেও এদিন বেঙ্গালুরুতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। ভোট দেওয়ার পর সেই ছবি এক্স হ্যান্ডেলে আপলোড করেছেন অনিল কুম্বলে।

বালুরঘাটে ভোট উৎসবে সামিল তৃতীয় লিঙ্গের ৭৯ জন

দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): শুক্রবার এ রাজ্যের তিন কেন্দ্র দার্জিলিং, রায়গঞ্জ ও বালুরঘাটে চলছে ভোটপর্ব। সকাল থেকেই ভোটাররা লাইনে দাঁড়িয়েছেন গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে। মহিলা অথবা পুরুষের মতোই তৃতীয় লিঙ্গের ভোটও গণতন্ত্রে ততটাই জরুরি। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট কেন্দ্রে শুক্রবার সকালে ভোটার কার্ড নিয়ে দাঁড়ালেন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটাররা।বালুরঘাটের ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কমিউনিটি হলে চলছে ভোটগ্রহণ। এখানে সকাল সকাল ভোট দিতে যেমন মহিলারা এলেন তেমনি পুরুষরাও এলেন। পাশাপাশি বৃদ্ধদের লাইনে দাঁড়ানোর পাশাপাশি ভোট দিতে এলেন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার চম্পা। তিনি জানালেন, ভালো লাগছে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। নিরিবিলি ও সুষ্ঠু পরিবেশের মধ্যেই তাঁরা ভোট দিতে পারছেন। তাঁদের জন্য এই আলাদা ব্যবস্থাতে নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।তিনি জানান, এর আগে তাঁদের কোনও ভোটার কার্ড ছিল না। বিগত ১০ বছর হল তাঁদের কার্ড হয়েছে। এবার দেশের গণতন্ত্রের অধিকার প্রয়োগ করতে পারছে। বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে ৭৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। এবছর বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে মহিলা পরিচালিত ৩৬টি বুথ হয়েছে। নিরাপত্তার দায়িত্বেও রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর মহিলা নিরাপত্তা কর্মীরাও। উল্লেখ্য, বালুরঘাট, কুমারগঞ্জ, তপন, গঙ্গারামপুর, কুশমাণ্ডি, হরিরামপুর ও ইটাহার এই ৭ টি বিধানসভা নিয়ে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্র। বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার ১৫ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯০৭ জন। তার মধ্যে মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৭ লক্ষ ৬১ হাজার ৫২ জন। পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৭ লক্ষ ৯৫ হাজার ৭৭৬ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৭৯ জন।

ভোট দিলেন প্রকাশ রাজ, বললেন গত এক দশকে দেশে বিভেদমূলক রাজনীতি দেখেছি

বেঙ্গালুরু, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় শুক্রবার নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন অভিনেতা প্রকাশ রাজ। শুক্রবার সকালে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই, বেঙ্গালুরুর একটি পোলিং বুথে গিয়ে ভোট দিয়েছেন অভিনেতা প্রকাশ রাজ। প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় দফায় শুক্রবার কর্ণাটকের ১৪টি লোকসভা আসনে চলছে ভোটগ্রহণ।এদিন ভোট দেওয়ার পর অভিনেতা প্রকাশ রাজ বলেছেন, ’আমার ভোট আমার অধিকারের পক্ষে, কে আমাকে প্রতিনিধিত্ব করবে, কে সংসদে

আপনার ভোটই হল আপনার কণ্ঠস্বর, বার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): শুক্রবার সকালে ভোট শুরুর মুখে এক্স হ্যান্ডলে বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি লিখেছেন, “আজ লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় যে সব আসনে ভোট হচ্ছে, সেই সব আসনের প্রত্যেক ভোটদাতাকে রেকর্ড সংখ্যায় অংশগ্রহণের অনুরোধ জানাই। ভোটদানের উচ্চ হার আমাদের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে। আমি বিশেষ করে আমাদের তরুণ ও মহিলা ভোটারদের বিপুল সংখ্যায় যোগদানের অনুরোধ করব। আপনার ভোটই হল আপনার কণ্ঠস্বর।”

এসসি, এটি ও ওবিসি-দের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোট : কেশব প্রসাদ মৌর্য্য

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): কংগ্রেস ও বিরোধীদের ইন্ডি জোটের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা তথা উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য্য। শুক্রবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেশব প্রসাদ মৌর্য্য বলেছেন, এসসি, এটি ও ওবিসি-দের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোট।
কেশব প্রসাদ মৌর্য্য আরও বলেছেন, ’যেভাবে ওবিসি সংরক্ষণ ছিন্ন করে মুসলমানদের দেওয়া হয়েছে, তা ওবিসিদের অধিকার হরণ করার চেষ্টা। বিজেপি বরাবরই ”সবকা সাথ সবকা বিকাশ” সমর্থন করেছে। কংগ্রেসের ইতিহাসে শুধুমাত্র তোষণের ঘৃণ্য রাজনীতি অন্তর্ভুক্ত... প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছিলেন, দেশের সম্পদের ওপর প্রথম অধিকার মুসলমানদের। এই মন্তব্য ভারতের সংবিধান এবং সংবিধানের নির্মাতাদের বিরুদ্ধে।’

মহারাষ্ট্রে বিয়ের পোশাকেই ভোট দিতে হাজির বর

অমরাবতী, ২৬ এপ্রিল (হি. স.): শুক্রবার মহারাষ্ট্রের আটটি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট। যার মধ্যে অন্যতম অমরাবতী কেন্দ্র। সকাল থেকেই এই কেন্দ্রে ভোটদাতাদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। ভোটদানে এই উৎসাহ দেখা গেল সদ্যবিবাহিত বরের মধ্যেও। একেবারে বিয়ের পোশাকে সেজেগুজে সকাল সকাল নিজের এলাকার বুথে হাজির হন এক যুবক।জানা গেছে, ওই যুবক অমরাবতী লোকসভা কেন্দ্রের বদরপুরা এলাকার একটি কেন্দ্রের

সন্দেশখালিতে রোবটের সঙ্গে নামানো হল এনএসজি-র কুকুর

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : ইডি, সিবিআইয়ের পর এবার সন্দেশখালিতে এনএসজি কমান্ডো। যে বাড়িতে অস্ত্রভাণ্ডারের হদিশ পাওয়া গিয়েছে, সেই বাড়িটি ঘিরে ফেলেছেন আধিকারিকরা। ভেড়ির আশপাশের এলাকাও ঘিরে ফেলা হয়েছে।

বাড়িটির বিভিন্ন জায়গায় স্ক্যানার দিয়ে চলে তল্লাশি। বিস্ফোরকের সন্ধানে কাজে লাগানো হয় রিমোট চালিত রোবটও। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার সন্দেশখালির আগারহাটির মল্লিকপাড়ায় হানা দেয় সিবিআই। স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য হাফিজুল খাঁর ভগ্নিপতি আবু তালেব মোল্লার বাড়িতে পৌঁছয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। হাফিজুল খাঁ আবার শেখ শাহজাহান ""'ঘনিষ্ঠ"'" বলেই খবর।

কেন্দ্রীয় বাহিনী গোটা বাড়ি ঘিরে ফেলে। সঙ্গে যান বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরাও। রহস্যময় বাড়ির মেঝে খুঁড়ে ফেলা হয়। সূত্রের খবর, একটি বাক্সের ভিতর প্যাকেটবন্দি অবস্থায় বেশ কিছু পরিমাণ বিদেশি অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। বোমাও উদ্ধার করা হয়। বিকেলের দিকে ওই এলাকায় গিয়ে পৌঁছয় এনএসজি।

কী কারণে ওই রহস্যময় বাড়ি এবং বাড়ি লাগোয়া ভেড়ির আশপাশের এলাকা ঘিরে ফেললেন এনএসজি কমান্ডোরা, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্নের ভিড়।

প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, সন্দেশখালির ওই রহস্যময় বাড়িতে বেশ কিছু পরিমাণ বিস্ফোরক থাকতে পারে। তবে কী ওই বাড়িটিতে আইইডি রয়েছে, সে প্রশ্নও ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। ওই বিস্ফোরক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কিনা তা এখনও নিশ্চিতভাবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে সাধারণত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় করার কাজ করে এনএসজি।

মনে করা হচ্ছে, শাহজাহান ""'ঘনিষ্ঠে"'"র আত্মীয়ের বাড়িতে হয়তো অত্যন্ত শক্তিশালী বিস্ফোরক পাওয়া গিয়েছে। যাতে কোনও বিপদ না ঘটে সে কারণেই হয়তো এনএসজি কমান্ডোরা আগেভাগে সন্দেশখালি পৌঁছেছেন। আলপথ ধরে রিমোটচালিত রোবট দিয়ে চলে বিস্ফোরকের খোঁজে জোর তল্লাশি। কী পাওয়া যায়, সেটাই এখন দেখার।

বাম আমলের প্রক্রিয়ায় আরও ২৫০ জনকে চাকরি দেওয়ার নির্দেশ হাই কোর্টের

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : প্রাথমিকে বাম আমলের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় চাকরি দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। ওই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত মালদার প্রায় ২৫০ প্রার্থীকে চাকরি দিতে বলা হয়েছে। যোগ্যতার ভিত্তিতে দু'মাসের মধ্যে তাঁদের নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

২০১০ সালে বাম আমলে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে নিয়োগের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, সেই প্যানেল বাতিল করে তৃণমূল সরকার। পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২০১৪ সালে নতুন করে নিয়োগ শুরু হয়। মালদহের কয়েক জন প্রার্থী সেই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ত্রুটির অভিযোগ তুলে আদালতে যান। সেই মামলায় শুক্রবার নিয়োগের নির্দেশ দিল আদালত।

প্রাথমিকের এই মামলায় শুক্রবার বিচারপতি মান্থার মন্তব্য, "এই নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তদন্ত হলে পুরো প্যানেল বাতিল হতে পারত। এত দিন পরে আদালত মনে করছে, কিছু মানুষ চাকরি পাক।" কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ জানিয়েছে, এই মামলায় বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মালদহের যে চাকরিপ্রার্থীরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন, তাঁদের সকলকে চাকরি দিতে হবে। বাম আমলের নিয়োগ প্রক্রিয়াতেই নিয়োগ করতে হবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে। একই প্রক্রিয়ায় বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনার প্রায় ৪০০ পরীক্ষার্থীকে চাকরি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : **জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** **একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কমিশনের কাছে ৪৫৬টি অভিযোগ, চোপড়ার তিনটি বুথে আবার ভোটের দাবি

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল, (হি.স.): শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় দিনের ভোটকে কেন্দ্র করে কমিশনের কাছে মোট ৪৫৬টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ জমা পড়েছে রায়গঞ্জে। এই লোকসভা কেন্দ্রে মোট ২২৫টি অভিযোগ জমা পড়েছে কমিশনের কাছে। একইভাবে দার্জিলিঙে ৮২টি এবং বালুরঘাটে ১৪৯টি অভিযোগ জমা পড়েছে। কমিশন সূত্রে জানা যাচ্ছে, দার্জিলিঙের বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তা চোপড়ার তিনটি বুথে আবার ভোট নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন কমিশনের কাছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব বলেন, 'আবার ভোট নেওয়ার বিষয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করা যাবে না। স্ক্রুটিনির পর এ ব্যাপারে বলা যাবে।'

চিটফান্ড সংস্থার টাকা ফেরৎ পেতে বাম প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার আহ্বান

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল, (হি.স.): সারদা, রোজভ্যালি-সহ একাধিক চিটফান্ড সংস্থায় টাকা রেখে যাঁরা প্রতারিত হয়েছেন সেই আমানতকারী ও এজেন্টদের বাম প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানো হল । আমানতকারীদের পাশে দাঁড়ানো বাম নেতারা আজ বলেন, যত বেশি বাম প্রার্থীরা জিতবে, প্রতারিতদের টাকা ফেরত পাওয়াটাও তত সহজ হবে ।

সুজন চক্রবর্তী ও আবদুল মান্নানরা প্রতারিত আমানতকারী ও এজেন্টদের সংগঠিত করেছিলেন। তাঁদের হয়ে আইনি লড়াই লড়েছেন বিকাশ ভট্টাচার্যরা। প্রতারিতদের সংগঠন চিটফান্ড সাফারার্স ইউনাইটেড ফোরাম দমদম কেন্দ্রের সিপিআই(এম) প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী ও হাওড়া কেন্দ্রের সিপিআই(এম) প্রার্থী সব্যসাচী চক্রবর্তী-সহ বাম প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

এদিন চিটফান্ডের প্রতারিত আমানতকারীদের মঞ্চের তরফে বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, 'সংসদে বামেরা দুর্বল বলে প্রতিবাদটাও দুর্বল। সংগঠিত করা যাচ্ছে না। যত বেশি বাম প্রার্থী জিতিয়ে পাঠাতে পারবেন তত সহজ হবে আপনাদের টাকা ফেরানোর প্রক্রিয়া।

বিকাশবাবু বলেন, "মোদী বলেছেন টাকা দেবেন। এর আগে অমিত শাহ বলেছিলেন। বিভ্রান্ত হবেন না এদের কথায়। এরা মিথ্যা বলে। নির্বাচনে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সব অংশে বাম প্রার্থীদের জেতান। শুরু থেকেই চিটফান্ড প্রতারিতদের পাশে থেকেছেন সুজন চক্রবর্তীরা।'

দমদম কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'প্রতারকরা যে সর্বনাশ করেছে তার অবসান হতে হবে। টাকা ফেরত চাই, প্রতারকদের শাস্তি চাই। আদালতে বিকাশ ভট্টাচার্য যোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছেন। রাস্তায় আমরা ছিলাম। কেন্দ্রের ইডি যে বিপুল টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে, সেটা প্রতারিতদের ফেরত দেবে না বলছে।"

সুজনবাবু বলেন, "রাজ্য সরকার জানিয়েছে, টাকা ফেরানোর দায়িত্ব নেবে না। দু''জনের অবস্থান স্পষ্ট। এরা কেউ এটা চায় না। লড়াইটা রুটি, রুজির। লড়াইটা ভাব দেখানোর লড়াই না। আপনারা সব স্পষ্ট বোঝেন। দায়িত্ব নিন। দুই প্রতারক দিল্লি ও রাজ্য, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।'

শুক্রবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে সেই দাবি করা হল সংগঠনের তরফে। উপস্থিত ছিলেন সুজন চক্রবর্তী, বিকাশ ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্যরা।

বাংলায় শান্তির ভোট হওয়া প্রায় অসম্ভব, মন্তব্য মিঠুনের

মুর্শিদাবাদ, ২৬ এপ্রিল, (হি.স.): বিজেপির তারকা নেতা মিঠুন চক্রবর্তী মনে করেন, বাংলায় শান্তির ভোট হওয়া প্রায় অসম্ভব।

ভোটের অশান্তি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শুক্রবার তিনি বলেন, 'এখনও পর্যন্ত ৬-৭টা সভা করেছি। মানুষের সাড়া বেশ ভাল। তবে বাংলায় সভ্যভাবে ভোট হওয়া মুশকিল। এখানে সোজাভাবে কেউ জিততে পারবে না।' নজিরবিহীনভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপে প্রতিটি বুথে ভোট হচ্ছে বাংলায়। শুক্রবার দ্বিতীয় দফা ভোটেও বিক্ষিপ্ত কয়েকটি অশান্তির ঘটনা ছাড়া মোটের ওপর শান্তিতেই ভোট হচ্ছে রাজ্যের তিন লোকসভা কেন্দ্রে। শুক্রবার সকাল থেকেই বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি এলাকা থেকে অশান্তির খবর আসছিল। বেশিরভাগ অভিযোগ বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে। বালুরঘাটে এবারেও বিজেপি প্রার্থী, দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। মিঠুনবাবু অবশ্য এদিন ভোট প্রচারে মুর্শিদাবাদে ছিলেন। নাম না করে শাসকদল তৃণমূলকেই ইঙ্গিত করেছেন তিনি। তবে সরাসরি বিরোধীদের নাম উল্লেখ করেননি। এমনকী অধীর চৌধুরীর প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলেও মিঠুন চক্রবর্তী চুপ থেকেছেন। তাঁর কথায়, 'আমি আমাদের প্রার্থীর প্রচারে এসেছি। দলের প্রার্থীকে নিয়ে বলব। অন্য দল বা তাঁদের প্রার্থী নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না।'

একুশের ভোটে মিঠুন চক্রবর্তীর একটি ফিল্মি মন্তব্য সাড়া ফেলে দিয়েছিল। এক ছোবলেই ছবির হুঁশিয়ারি দিয়ে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের গেরোয় পড়েছিলেন। অতীতের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবারে প্রচার পর্বের শুরু থেকেই সতর্ক তিনি। গত ২০ এপ্রিল বালুরঘাটের সভা থেকে তিনি বলেছিলেন, "এখন আর আগের মতো ছবির কথা বলতে পারব না। আগেরবার কেস করে দিয়েছিল। ওই সাপের ডায়লগটা বলেছিলাম, তাতেই কেস করে দিল। বলল, হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। তাই এবার একটু ঘুরিয়ে বলব।"

শিলিগুড়িতে রাজু বিস্টের উপর হামলার অভিযোগ, ভোটের শেষপর্বে উত্তেজনা

শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : শুক্রবার ভোটের শেষ বেলায় দার্জিলিংয়ের বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্টের উপর হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। শুক্রবার এসএফ রোড সংলগ্ন একটি হিন্দি স্কুলে ভোট পরিস্থিতি দেখতে যান রাজু বিস্ট। সেখানে প্রথমে তাঁকে আটকায় তৃণমূল কর্মীরা। তৃণমূল জানায়, বহিরাগতদের নিয়ে ভোটকেন্দ্রে ঢুকতে পারবেন না তিনি। যদিও রাজু বিস্ট জানিয়ে দেন, প্রার্থী হিসেবে তাঁর একা যেতে কোনও বাধা নেই। এরপর নিরাপত্তারক্ষীদের বাইরে রেখে বুথের ভেতরে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন রাজু। ফিরে যখন বাইরে আসেন, তখনই তার উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। হামলার শিকার হন তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরাও। এলাকায় উপস্থিত হন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। মুহূর্তের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় এসএফ রোড এলাকায়। ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশবাহিনী। তৃণমূল ও বিজেপি দু'পক্ষকেই নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেয় পুলিশ। তবে এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।

সন্ধান চাই

Ref: Ramnagar Top G.D Entry No.-5 Dated: 17/04/2024

পাশের ছবিটি শ্রী সুদীপ ঘোষ, পিতা-লক্ষণ ঘোষ, সাং-কাটি অভয়নগর, কৃষি পল্লী, থানা-পশ্চিম আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স-৩০ বছর, উচ্চতা-৬ ফুট, গায়ের রং-শ্যামলা, পরনে-ডোরা কাটা শার্ট এবং কালো রংয়ের সুট। গত ১০-০৪-২০২৪ ইং তারিখ কাউকেকিছু না বলে নিজ বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি। অনেকখোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১। পুলিশ সুপার(পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৪৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল- ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩। পশ্চিম আগরতলা থানা- ০৩৮১-২৩৮-৫৭৬৫

ICA/D-120/24-25

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

আরারিয়া এবং মুঙ্গেরে আয়োজিত জনসভা থেকে কংগ্রেস এবং আরজেডির তোষণের রাজনীতির আসল রূপ তুলে ধরেন মোদী

পাটনা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার বিহারের আরারিয়ায় আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় কংগ্রেস এবং আরজেডি-এর তোষণের রাজনীতির আসল রূপ উপস্থিত জনগণের সামনে তুলে ধরেন এবং ইভিএম এবং ভিভিপি এর ক্ষেত্রে কংগ্রেসের দ্বৈত চরিত্রকে উন্মোচিত করেন। এদিন অনুষ্ঠান চলাকালীন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নীতীশ কুমার, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রী সম্রাট চৌধুরী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিজয় কুমার সিনহা, মন্ত্রী শ্রী বিজেন্দ্র যাদব, বিহার বিধান পরিষদের সদস্য শ্রী শাহনওয়াজ হুসেন, হাজিপুরের প্রার্থী শ্রী চিরাগ পাসওয়ান, আরারিয়ার প্রার্থী শ্রী প্রদীপ সিং, মুঙ্গেরের প্রার্থী শ্রী রাজীব রঞ্জন সিং ওরফে লল্লান সিং, বেগুসরাইয়ের প্রার্থী শ্রী গিরিরাজ সিং, খাগরিয়ার প্রার্থী রাজেশ ভার্মা এবং সুপৌলের প্রার্থী শ্রী দিলেশ্বর কামাত এবং অন্যান্য কর্মকর্তারামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বও বিশ্বাস করে এই সময়টা ভারতের সময়। বিশ্বও মনে করে যে ভারতে যত শক্তিশালী সরকার গঠিত হবে, বিশ্ব তত শক্তিশালী হবে। শুধুমাত্র জনগণের প্রতিটি ভোটের কারণে,গত ১০বছরে ভারতের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এনডিএ সরকারের তৃতীয় মেয়াদে দেশের স্বার্থে আরও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আজ বিহার সহ দেশের প্রতিটি কোণে ফের একবার মোদী সরকারের স্লোগান প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। গণতন্ত্রের মহান উৎসবে দেশের স্বার্থে জনগণকে সর্বোচ্চ সংখ্যায় ভোট দিয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ২০১৪ সালের নির্বাচন দেশকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে শক্তিশালী করার একটি নির্বাচন, যাতে বিহারের জনগণের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। দীর্ঘ দাসত্বের আগে, বিহার যখন সমৃদ্ধ ছিল তখন ভারতশক্তিশালি ছিল। বিহারের মানুষের মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও কঠোর পরিশ্রমের সমতুল্য আর কোথাও পাওয়া যাবে না। বিহারের ক্ষমতা বাড়াতে দিল্লীতে দেশসেবক মোদী এবং বিহারে শ্রী নীতীশ কুমার নিরলসভাবে কাজ করছেন। মোদী সরকার দেশে বন্দে ভারত, অমৃত ভারত এবং বুলেট ট্রেনের মতো নতুন ট্রেন চালাচ্ছে। এখন ট্র্যাক থেকে ট্রেনের কোচ এবং ইঞ্জিন সবই শুধুমাত্র ভারতে তৈরি হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশেও রফতানি হচ্ছে। আগামী সময়ে, বিহারের রেল কারখানাগুলিও এর থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে চলেছে।

মোদী বলেন, গত ১০ বছরে আমরা আমাদের ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে বিশ্ব মঞ্চে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছি। দাসত্বের মানসিকতায় ঘেরা মানুষ চাইলেও এই নতুন ভারতকে বদলাতে পারবে না। দিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনের সময়, আমরা বিশ্বের সামনে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় ইতিহাস, আমাদের বিহারের মহান ঐতিহ্য তুলে ধরেছি। এখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিশ্বের সব বড় নেতাদের বাড়িতে নিজেদের ছবি রয়েছে। এনডিএ ভারতকে ২১ শতকের বৈশ্বিক জ্ঞান কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য নিবেদিত। বিশ্বের বৃহত্তম যোগ স্কুল মুঙ্গেরে। পদ্মভূষণ পূজ্য স্বামী নিরঞ্জনন্দ সরস্বতী জির প্রচেষ্টার কারণে, সারা বিশ্ব থেকে মানুষ এখানে যোগ শিখতে আসে। দাসত্বের মানসিকতায় ভরা এই দলগুলি আমাদের যোগকে বিদেশীদের হাতে তুলে দিয়েছিল। এখন সারা বিশ্ব জুন মাসে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন করে, তাই মুঙ্গের এবং বিহারের মানুষের জন্য গর্বিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যোগ ও আয়ুর্বেদকে বৈশ্বিক করতে বিজেপি বড় ঘোষণা করেছে। এনডিএ সরকার যোগ এবং আয়ুর্বেদের জন্য বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি এবং শংসাপত্র দেওয়ার একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। এনডিএ সরকার বিশ্বের জন্য যোগ এবং আয়ুর্বেদের উপর কোর্স তৈরি করতে এর সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করবে এবং এটি সারা বিশ্বে আমাদের যুবকদের যোগ এবং আয়ুর্বেদ সেক্টরে সুযোগ তৈরি করবে। মোদীর আরেকটি মিশন হল ভারতকে আমাদের ক্ষুদ্র কৃষকদের মোটা শস্য শ্রী অন্ন বিশ্বের প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেওয়া। বিহারে, আমাদের কৃষকরা প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন করে, তাই এটি দেশের কোটি কোটি ক্ষুদ্র কৃষকের আয় বহুগুণে বাড়িয়ে দিতে চলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আরজেডি এবং কংগ্রেসের ইন্ডি জোট সংবিধান অথবা গণতন্ত্রের কথা চিন্তা করে না। যুগ যুগ ধরে ব্যালট পেপারের নামে গরীবদের অধিকার কেড়ে নিয়েছে তারা। আরজেডি ও কংগ্রেসের শাসনে নির্বাচনের সময় ভোটকেন্দ্র, ব্যালট পেপার এবং ভোটের কাগজ লুটপাটের সাক্ষী বিহারের মানুষ। এমনকি দরিদ্র, দলিত ও পিছিয়ে পড়া ভাই-বোনদের লাঠির ভয় দেখিয়ে ভোট দিতে বাধ্য করা হয়। এখন যখন দেশের দরিদ্র ও সৎ ভোটাররা ইভিএমের ক্ষমতা পেয়েছে, তখন বিরোধীরা কীভাবে বোতাম টিপে সহজে ভোট হচ্ছে তা নিয়ে চিন্তিত এবং সে কারণেই বিরোধীদের দিনরাত একমাত্র কাজ হচ্ছে যেভাবে হোক ইভিএম অপসারণ করা। ইন্ডি জোটের নেতারা ইভিএম নিয়ে জনগণের মনে সন্দেহ তৈরি করার পাপ করেছে, কিন্তু দেশের গণতন্ত্র ও বাবা সাহেব আম্বেদকরের সংবিধানের জোরে আজ সুপ্রিম কোর্ট তাদের বড় ধাক্কা দিয়েছে। ব্যালট বাক্স লুট করার তাঁদের ইচ্ছা সব স্বপ্ন ভেঙে গেছে। আজ দেশের সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্ট বলেছে, ব্যালট পেপারের পুরনো যুগ আর ফিরবে না। এখন যখন গোটা বিশ্ব ভারতের গণতন্ত্র, নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং নির্বাচনে প্রযুক্তির ব্যবহারের প্রশংসা করছে, তখন এই লোকেরা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে ভুল উদ্দেশ্য নিয়ে ইভিএমকে অপমান করছে। ইন্ডি জোট এবং তার সাংগঠনিক দলগুলি ক্রমাগত গণতন্ত্রের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আজ দেশের সর্বোচ্চ আদালত এই লোকদের এমন একটি চড় দিয়েছে যে তারা মুখ উঁচু করে ফিরে তাকাতে পারবে না। আজ গণতন্ত্রের জন্য একটি শুভ ও বিজয়ের দিন। ইন্ডি জোটের প্রতিটি নেতার উচিত দেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়া। শ্রী মোদী বলেন, এখন দেশে রাজনীতির দু'টি মুখ্য ধারা তৈরি হয়েছে। একটি ধারা বিজেপি এবং এনডিএ-র, যার উদ্দেশ্য দেশের মানুষকে ক্ষমতায়ন করা এবং প্রতিটি সুবিধাভোগীর দোরগোড়ায় সুবিধা পৌঁছে দেওয়া এবং বিপরীতে, অন্য ধারাটি কংগ্রেস এবং আরজেডির, যার উদ্দেশ্য হল মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া এবং নিজের কোষাগার পূরণ করা। কংগ্রেস এবং আরজেডি একত্রে বিহারের মানুষকে উন্নয়নের জন্য আকুল করে রেখেছে এবং তাদের প্রতিটি পয়সার উপর নির্ভরশীল করে তোলে। লণ্ঠনের যুগে অন্ধকার আর জঙ্গলের রাজত্ব ছিল। আগে সবাই এখান থেকে পলায়নের কথা ভাবতেন,কিন্তু জেডিইউ ও বিজেপির নেতৃত্বে বিহারকে লণ্ঠনের সেই অন্ধকার থেকে বের করে আনা হয়েছে। বিজেপি ভারতকে ডাল এবং তৈলবীজে স্বনির্ভর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং এর জন্য আগামী ৫ বছরে মিশন মোডে কাজ করা হবে। এমন পরিস্থিতিতে ডাল চাষে এ অঞ্চলের কৃষকদের ভূমিকা আরও বড় হতে চলেছে।

চ্যালেঞ্জের ঃ জিতেন্দ্র চৌধুরী

● প্রথম পাতার পর

শুক্রবার সম্পন্ন হয়েছে পূর্ব ত্রিপুরার লোকসভা আসনের ভোট গ্রহণ পর্ব। এ বিষয়ে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, পূর্ব ত্রিপুরার লোকসভা আসনে নির্বাচন ছিল জনগণের কাছে চ্যালেঞ্জের নির্বাচন। শাসক দল বিজেপি সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করেছে এই নির্বাচনটাকেও প্রহসনে পরিণত করার। সরব প্রচার শেষ হওয়ার পর থেকেই পূর্ব ত্রিপুরার লোকসভা আসনের বিভিন্ন বিধানসভায় এলাকায় হামলা হুজ্জতির ঘটনা সংঘটিত করেছে বিজেপি। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই বললেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। এদিন ইন্ডিয়া ব্লকের তরফে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা ও বাম নেতৃত্ব নারায়ণ কর।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী পূর্ব ত্রিপুরা আসনে ঝামেলার ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে দায়ী করেছেন। তিনি জানান, তেলিয়ামুড়া বিধানসভা এলাকার তিনটে বাড়িতে গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দুষ্কৃতীদের আক্রমণে বাড়িঘড় ভেঙে আসবাবপত্র তছনছ করে ফেলা হয়। এছাড়াও খোয়াই, হৃষ্যমুখ বিধানসভা, ধর্মনগর বিধানসভা, কমলপুর -এসব জায়গায় অন্যান্য বিধানসভা এলাকার থেকে বেশি হামলা-হুজ্জতির ঘটনা সংগঠিত হয়েছে বলে দাবি করেছেন জিতেন্দ্র চৌধুরী।

তিনি আরো বলেন, প্রকৃতির এই তীব্র দাবদাহ, এবং শাসকের রক্ত চক্ষু ও অপেক্ষা করে মানুষ আজ ঘর থেকে বেরিয়ে ভোট দান করেছেন। কিন্তু তবুও সম্পূর্ণ ভয় মুক্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটদান সম্পন্ন হয়েছে তা বলা চলে না। কারণ শাসক দল নিজেই সবকিছু নষ্ট করে দিতে চেয়েছে। যার ফলে সাধারণ জনগণ বা নির্বাচন কমিশন কারোই ক্ষমতা নেই সব কিছু শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা। এছাড়া ঐদিন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ছোট বড় ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেন জিতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা বলেন, শাসক দল বিজেপি রাজ্যের দুটি লোকসভা কেন্দ্রে ভয়-ভীতি কে হাতিয়ার করে কিভাবে সাধারণ মানুষকে রাখা যায় তার যাবতীয় প্রচেষ্টা করেছে। এছাড়াও নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত আধিকারিকদের নির্বাচনী কাজে হস্তক্ষেপ করেছে বিজেপি এমনটাই অভিযোগ তোলেন তিনি। তিনি বলেন পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে নির্বাচনে বিভিন্ন ধরনের ভয়-ভীতি প্রদর্শন, প্রিসাইডিং অফিসার কে মারধর করা প্রভাবিত করার চেষ্টা করা ইত্যাদি অভিযোগ জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে ইতিমধ্যে দ্বারস্থ হয়েছে ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্বরা। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো সদুত্তর মেলেনি। একইভাবে পূর্ব ত্রিপুরা আসনেও এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

ভোট পড়েছে ঃ স্পষ্টিকরণ

● প্রথম পাতার পর

এরমধ্যে ভোট পড়ে ৪৬১টি। ইডিসিতে ভোট পড়ে ২২ টি। সব মিলিয়ে এই বুথে মোট ভোট পড়ে ৪৮৩টি।

অন্যদিকে, ৪৭-আমবাসা বিধানসভা ক্ষেত্রের ৬৭নং বুথে ভোট পড়ে ১২১.৯৭ শতাংশ। এই বুথে মোট ভোটার ১৭৩ জন। এর মধ্যে ভোট পড়ে ১৫৯ টি। ইডিসিতে ভোট পড়ে ৬২টি। সব মিলিয়ে মোট ভোট হয় ২১১ টি।

ভারতের নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে ভোটের কাজে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীদের জন্য ইলেকশন ডিউটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এই ইলেকশন ডিউটি সার্টিফিকেটের মাধ্যমে ভোটার নিজের ভোট কেন্দ্র ছাড়া সংসদীয় ক্ষেত্রের যেকোনো ভোট কেন্দ্রে ভোট দানের সুযোগ পান। আর এই দুইটি ভোটকেন্দ্রে বেশি সংখ্যায় ইলেকশন ডিউটি সার্টিফিকেটের মাধ্যমে ভোট পড়ায় ভোটের শতাংশ ১০০ ছাড়িয়েছে।

প্রিসাইডিং অফিসার বদল

● প্রথম পাতার পর

সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে প্রিসাইডিং অফিসার নিরঞ্জন পাল ঠিকভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করছেন না। এরপর কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতির চাপে এবং গণদেবতাদের দাবির মুখে প্রিসাইডিং অফিসার নিরঞ্জন পালকে বদল করা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কমলনগরের সংশ্লিষ্ট ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে এই প্রিসাইডিং অফিসারের জন্য সকাল থেকেই ব্যাপক বিরম্বনাতে করতে হয় একটা বিরাট অংশের ভোটারদের। পরবর্তী সময়ে সেক্টর অফিসারের কার্যকরী ভূমিকাতে খুশি এলাকাবাসী।

ধন্যবাদ বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

বহু কেন্দ্রে পাঁচটার পরেও ভোটারদের দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা গেছে। প্রায় দশ হাজার পাঁচশো একানব্বই জন ভোটারকে টোকেন দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফে। সেই হিসেবে পূর্ব ত্রিপুরার লোকসভা আসনে রেকর্ড সংখ্যক ভোট হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। স্বদেশ বিজেপি সভাপতি আরও বলেন, গোটা রাজ্যে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে সাব্রুমে। সাবরুম বিধানসভায় ৮৫.৬৪ শতাংশ ভোট করেছে। পূর্ব ত্রিপুরার লোকসভা আসনের ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে প্রদেশ বিজেপি আরো বলেন, বেশ কিছু জায়গা থেকে ছোটখাটো অভিযোগের খবর প্রদেশ বিজেপির কানেও এসে পৌঁছেছে। প্রদেশ বিজেপির তরফে এই অভিযোগগুলি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট লোকসভা এলাকার রিটার্নিং অফিসারের গোচরে আনা হয়েছে, এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন রাজ্যে প্রায় ৮০ এর উপর পূর্ব ত্রিপুরা আসনে ভোটদান হয়েছে। তাই কিছু সংখ্যক ভোটার সেখানে ভোট বয়কট করে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইলে কিছু করার নেই, এ বিষয়গুলিকে পরে খতিয়ে দেখা হবে। তিনি আরো বলেন বিরোধীরা অভিযোগ তুলবেই। এগুলি হচ্ছে শিশুসুলভ আচরণ। কিন্তু রাজ্যের দুটি লোকসভা আসনে প্রচারের সময়েই জনসমর্থন লক্ষ্য করা গেছে। তাই বিরোধীদের অভিযোগের ফলে কোন কিছুই পরিবর্তন হবে না। মানুষ বিজেপির সঙ্গে রয়েছে। আর লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে রাজ্যের দুটি আসনেই বিজেপির জয় নিশ্চিত বলে দাবি করলেন প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য।

ভোট দিলেন বিশিষ্টজনের

● প্রথম পাতার পর

গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সবচাইতে বড় উৎসব লোকসভা নির্বাচন। রাজ্যে জনগণ উৎসবের মেজাজে মতাধিকার প্রয়োগ করছেন। তীব্র দাবদাহের মধ্যে জনগণ ভোটাধিকার করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁর দাবি , তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী, এখন শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। অপরদিকে, ঘড়ির কাটায় ৯ টা ছুঁই ছুঁই। হুইল চেয়ারে বসেই রতিয়া(উত্তর ঘিলাতলি) দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ভোট প্রদান করতে গিয়ে পৌঁছান কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। ভোট প্রদান করে বেরিয়ে যাবার মুখে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী দাবি করেন যেভাবে গোটা রাজ্যের মানুষ উৎসবের মেজাজে ভোটে অংশ নিচ্ছেন তা সত্যিই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পাশাপাশি বিধায়ক আশাবাদী রাজ্যের ঐতিহ্য অনুসারেই গোটা কল্যাণপুর প্রমোদনগর সহ সব অংশেই ভোটাররা ব্যাপক সংখ্যায় গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন। এদিকে, ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন পূর্ব ত্রিপুরা আসনে ইন্ডি জোটের সিপিএম প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং। এদিন তিনি বলেন, বেশ কয়েকটি স্থানে ইভিএম মেশিন খারাপ আছে। যার কারণে জনগণকে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছেন। এদিন তিনি, আপামর জনগণকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান করেছেন। ভয় ভীতি উপেক্ষা করে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন। অন্যদিকে, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন মন্ত্রী টিংকু রায়। ধর্মনগর ধর্মপুর উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ভোট দিলেন তিনি। এদিন তিনি বলেন, বিশ্বের বৃহত্তম গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সবচাইতে বড়ো উৎসব লোকসভা নির্বাচন। আজ সকাল থেকে প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রে জনগণ দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। এদিন তিনি আরও বলেন, জনগণের অধিকার সুনিশ্চিত করে এক বিকশিত রাষ্ট্রের নির্মাণ করতে এই নির্বাচন। এদিন তিনি রাষ্ট্রনির্মাণে সহযোগী হবার জন্য জনগণের কাছে আহ্বান রেখেছেন। বিশেষ ভাবে তরুণ প্রজন্মের নতুন ভোটার ও মায়েদের প্রতি ভোটদানের জন্য বিশেষ আহ্বান রেখেছেন। অপরদিকে, ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।বলরাম কোবরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তিনি ভোট দিয়েছেন। এদিন তিনি বলেন , শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিরোধীদের পোলিং এজেন্ট দেওয়ার লোক পর্যন্ত নেই। এদিন তিনি আহ্বান করেন, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার এবং গণতন্ত্রকে মজবুত করার লক্ষ্যে জনগণ নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন। ভোট প্রদানের মধ্যে দিয়ে আগামীদিনে ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে বলে দাবি করেন তিনি। এদিন তিনি নিজ সামাজিক মাধ্যমে বলেন, ভোট সকলের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং জনগণের কণ্ঠস্বর, যাতে করে দেশে সুশাসন এবং উন্নয়ন মূলক কাজ বজায় থাকে। ভোটদান নির্বাচিত রাজনীতিবিদদের জনগণের প্রতি তাদের কর্মের জন্য দায়বদ্ধ রাখতে সাহায্য করে এবং আমাদের গণতন্ত্রের কাঠামো তৈরি করে। আজ তারই ফলপ্রসূ আমি আমার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলাম যাতে করে সঠিক শাসক নির্বাচনের মাধ্যমে আমি দেশ ও দশের উন্নয়নের লক্ষ্যে নিজস্ব অবদান রাখতে পারি।

খেলাধুলা

চলমানকে ছিটকে তপন স্মৃতি ক্রিকেটে জেসিসি আগামীকাল সংহতির মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুই উইকেটে দুর্দান্ত জয় জেসিসি-র। এই জয়ের সুবাদে জেসিসি কোয়ার্টার ফাইনালে প্রবেশ করেছে। ২৮ এপ্রিল দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে জেসিসি সংহতির মুখোমুখি হবে। এদিকে তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেটে চলমানকে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নিতে হয়েছে।যদিও টি-টোয়েন্টি আসরে চলমান সেমিফাইনাল পর্যন্ত খেলেছিল। মোটকথা, চলমান সঙ্ঘকে আটকে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল জেসিসি দল। শুক্রবার টিসিএ পরিচালিত তপন স্মৃতি নক আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টে টি আই টি মাঠে ঘটলো এই ঘটনা। ৫০ ওভারের ম্যাচে জেসিসি দল ২ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো চলমান সংঘকে। টস জিতে চলমান সঙ্ঘ প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভার খেলে ৯ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১৬২ রান। ব্যাটে চলমানের পক্ষে সর্বাধিক স্কোর গড়ে তন্ময় দাস। তন্ময় ৮৩ বল খেলে ৩৯ রান করে।এছাড়া রাহুল হোসেন ২৭, কৃষ্ণ ধন নমঃ ২৬, সাহিল দেববর্মা২৩, অমিত দাস ১৪, সুমিত যাদব ১০ রান করে। অতিরিক্ত ভরসা দেয় ১১ রানের। বলে জেসিসির পক্ষে একা ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ ২৮ রান দিয়ে ৪ উইকেট দখল করে। এছাড়া পারভেজ সুলতান ১৬ রানে ৩টি, একটি করে উইকেট নেয় অনিকেত শর্মা ও চৌধুরী জুনেদ খানরা। জয়ের জন্য জেসিসির সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১৬৩ রানের।যাকে পাল্টা খেলতে নেমে দল ৩৪.৪ ওভারেই ৮ উইকেট হারিয়ে হাসিল করে নেয়। বিজয়ী দলের পক্ষে রিমন সাহা সর্বাধিক ৬৮ রান করে। তার এই স্কোরে ৯৭বলে ৯ টি চার ও একটি ছয়ের মার সামিল রয়েছে। এছাড়া পল্লব দাস ৩৬, ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ ২০ রান করে। অতিরিক্ত দেয় ২০ রানের ভরসা। সুবাদে জয় হাসিল করে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল জেসিসি দল। বলে চলমানের পক্ষে সুন আলী ৫ টি উইকেট নিলেও তা দলের পরাজয় রুখতে পারেনি। বিজয়ী দলের ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের খেতাব।

মৌচাক নকআউট : মরশুমে প্রথম জয় ছিনিয়ে বিসিসি কোয়ার্টার ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মরশুমে প্রথম জয় বনমালী পুর ক্রিকেট ক্লাবের। আর এই জয়ের সুবাদে একেবারে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল বিসিসি। ২৮ এপ্রিল তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে বনমালী পুর ক্রিকেট ক্লাব স্ফুলিঙ্গের মুখোমুখি হবে। এমবিবি স্টেডিয়ামে তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেটের খেলায় শুক্রবার ৫৬ রানের ব্যবধানে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব মৌচাককে পরাজিত করে শেষ আটে লড়াইয়ের ছাড় পত্র পেয়েছে। সদ্য সমাপ্ত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে যে বিসিসি লীগ পর্যায়ের ছটি ম্যাচের মধ্যে একটিতেও জয়ের মুখ দেখেনি, সেই বিসিসি শুক্রবার ৫৬ রানের ব্যবধানে মৌচাককে পরাজিত করে মরশুমে প্রথম জয় ছিনিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। সকাল ৯ টায় ম্যাচ শুরুতে মৌচাক প্রথমে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব ৪৬.৪ ওভার খেলে ১৬২ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে প্রাঞ্জল দেবের ৫৫ রান এবং রণদীপ পালের ৪২ রান উল্লেখযোগ্য। প্রাঞ্জল ৯৬ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫৫ রান পায়। মৌচাকের দীপ্তনু চক্রবর্তী তিনটি উইকেট পেয়েছিল ১৪ রানের বিনিময়ে।

পাল্টা ব্যাট করতে নেমে মৌচাক বিশেষ করে বিসিসি-র তথাগত'র বোলিং দাপটে তেমন ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখাতে পারেনি। ২৪.৩ ওভার খেলে ১০৬ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। প্রতিকূল সেন সর্বাধিক ২৪ রান পায়। বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের তথাগত একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নেয় ২৯ রানের বিনিময়ে। এর সুবাদে তথাগত মৌচাককে থামানোর পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, সম্রাট বিশ্বাস পেয়েছে তিনটি উইকেট, ৩১ রানের বিনিময়ে।

পঞ্চম ত্রিপুরা স্পোর্টস ক্যারাটে আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পঞ্চম ত্রিপুরা স্পোর্টস ক্যারাটে প্রতিযোগিতা আগামী ২৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ধলেশ্বরস্থিত প্রান্তিক ক্লাবে হবে আসর। ওই দিন সকাল সাড়ে ১০ টায় আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা, সচিব সুজিত রায়, ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, যুগ্ম সচিব স্বপন সাহা, উদ্যোক্তা সংস্থার সভাপতি দিব্যেন্দু দত্ত, সহ-সভাপতি অধীর দেবরায় এবং ২৪ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর সুখময় সাহা। দুপুর আড়াইটায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা স্পোর্টস ক্যারাটে সংস্থার সচিব কৃষ্ণ সূত্রধর এ খবর জানান। এদিকে রাজ্য আসরে সদর মহকুমার খেলোয়াড়রা যাতে ভালো ফলাফল করতে পারে তা মাথায় রেখে আশ্রম চৌমুহনী সংলগ্ন শতদল সঙ্ঘে জোড় কদমে প্রস্তুতি চলছে।

সাব-জুনিয়র, জুনিয়র এবং সিনিয়র - এই তিন বিভাগে হবে প্রতিযোগিতা। ৫ মে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে আন্তর্জাতিক ক্যারাটে উৎসব।

ওই আসরে অংশ নিতে ৬ সদস্যের ত্রিপুরা দল এবারের আসর থেকে বাছাই করা হবে।

দিল্লিতে আই.ও.এ-র বৈঠক ২৯শে ডাক পেলো ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দীর্ঘ ১৬ বছরের গ্যাপ। সে ২০০৮ সালে শেষবারের মতো ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন বৈঠকে আমন্ত্রণ পেয়েছিল। ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের এবারকার অর্থাৎ ২০২৪ সালে পুনরায় ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পি টি উষা ই-মেইলে ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের একজন দায়িত্বপূর্ণ প্রতিনিধিকে আগামী ২৯ এপ্রিল, ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সদর কার্যালয় দিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এদিকে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন থেকে একজন প্রতিনিধি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন বলে সংবাদ সূত্রে জানা গেছে। এবং যথাসময়ে তিনি দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হবেন বলেও খবর রয়েছে।

সেরি এ: প্রথমবারের মতো খেলার দায়িত্ব নেবে মহিলা রেফারি দল

রোম, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : ইতালীয় রেফারি অ্যাসোসিয়েশন (এআইএ) বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, এই রবিবার প্রথমবারের মতো একটি সেরি এ ম্যাচ পরিচালনা করবে একটি মহিলা রেফারি দল। লিগ চ্যাম্পিয়ন ইন্টার মিলান তোরিনোতে ম্যাচটি হোস্ট করবে এবং খেলাটিতে রেফারি থাকবেন- মারিয়া সোলে ফেরেরি ক্যাপুটি, আর সহকারী হিসেবে যোগ দেবেন ফ্রান্সেসকা ডি মন্টে এবং টিজিয়ানা ট্রাসিয়াটি।৩৩ বছর বয়সি ফেরেরি ক্যাপুটি ইতিমধ্যেই সেরি এ-তে প্রথম মহিলা রেফারি হিসাবে ইতিহাস তৈরি করেছেন। কারণ, তিনি ১৯২২ সালেসাসসুয়োলো-সেলিনিটানার দায়িত্ব নেন।ইতালীয় ফুটবলের ঐতিহ্যগতভাবে পুরুষ-শাসিত ফুটবলে এই মাইলফলকটি আসে অনেক সমস্যার বেড়াজাল পেরিয়ে।

শাহরুখ, চিরঞ্জিতের বোলিংয়ে সহজ জয় সংহতির, নকআউট শতদলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শাহরুখ, চিরঞ্জিতের দুর্দান্ত বোলিং। শতদল কুপোকাৎ, অল্পতেই নক আউট। ৮ উইকেটে সহজ জয় ছিনিয়ে সংহতি তপন স্মৃতি ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনালে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের মুখোমুখি হবে। আরও ঘটনা, তপন স্মৃতি নক আউট ক্রিকেট টুর্ণামেন্টে এগারোর পরিবর্তে নয়জন ক্রিকেটার খেললো শতদল সংঘের পক্ষে। নজিরবিহীন ঘটনা। এগারোর পরিবর্তে নয়জন ক্রিকেটার খেললো শতদলের হয়ে। বিপক্ষ শিবির সংহতি ক্লাব। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে এই ম্যাচে সংহতি শিবির দাপট খাটিয়ে ৮ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো শতদল সংঘকে। ৫০ ওভারের ম্যাচে মাত্র ৯.৩ ওভার খেললো শতদল সংঘ। এতে ৮ উইকেট হারিয়ে দলের স্কোর পৌঁছায় মাত্র ২৮ রানে। একমাত্র সফল ব্যাটসম্যান বলতে ভিকি সাহা। তার ব্যাট থেকে দল পেলো ১১ রান। আর একজন ব্যাটসম্যান ও দুঅংকের স্কোর গড়তে পারেনি। বলে সংহতির পক্ষে শারুখ হোসেন ১৯ রানে ৪টি, চিরঞ্জিত পাল ৩ রানে ৩টি এবং পূজন দেবনাথ ৬ রানে ১ টি উইকেট ভেঙে দেয় শতদলের। পাল্টা খেলতে নেমে সংহতি দল মাত্র ৭.৫ ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে জয়ের রান হাসিল করে নিলো। বিজয়ী দলের হয়ে পূজন দেবনাথ ১১, অয়ন রায়৮, শারুখ হোসেন ৮ রানে অক্ষত থেকে দলকে জয় এনে দিতে সক্ষম হলো। দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতিহিসেবে শাহরুখ হোসেন পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

গরমে মানুষের মনে শান্তি আনতে বাজারে এসে গেলো রসালো আনারস। ছবি ঃ নিজস্ব

সন্ত্রীক ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৬ এপ্রিল: সাধারণ মানুষের সাথে লাইনে দাঁড়িয়ে সন্ত্রীক ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি তথা বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা।পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডি জোটের প্রার্থী জয়লাভ করবে বলে আশাবাদী তিনি।
এদিন তিনি বলেন, পূর্ব ত্রিপুরা আসনে ইন্ডি জোটের সিপিএমের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন। তিনি সিপিএমের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াংকে জয়ী করতে নিজের ভোট প্রদান করেছেন। সকাল থেকে উৎসবের মেজাজে জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন।
তাঁর দাবি, প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রে সিপিএম ও কংগ্রেসের পোলিং এজেন্ট দেওয়া হয়েছে।

সকাল থেকে ভোটের প্রক্রিয়া দেখে খুশি পূর্ব আসনের বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ এপ্রিল: সকাল থেকে ভোটের প্রক্রিয়া দেখে খুশি পূর্ব ত্রিপুরা আসনের বিজেপি প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মণ।নির্বিঘ্নেই চলছে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া বলে দাবি করেন তিনি। আজ সকাল থেকে বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মণ। এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রের বাইরে দেখা যাচ্ছে দীর্ঘ লাইন। সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করছেন গণদেবতারা।তাঁর দাবি, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা নির্বাচনের ভোট চলছে নির্বিঘ্নে। তীব্র দাবদাহে গণদেবতারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। এদিন তেলিয়ামুড়ার নেতাজিনগর হাই স্কুল কেন্দ্রে প্রার্থী দেববর্মনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছেন বিধানসভার মুখ্য সচেতক বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়।

ভোট দিলেন ব্রু শিবিরের ভোটাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৬ এপ্রিল : গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন ব্রু শিবিরের ভোটাররা। শান্তিপূর্ণভাবে প্রথমবার তারা রাজ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরে কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
আজ ৪৭ আমবাসা বিধানসভা কেন্দ্রে ৩০ নং কেন্দ্রে ব্রু শরণার্থী ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। এদিন তাঁদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছে।দুই দশকেরও বেশি সময় পর এবার লোকসভা নির্বাচনে প্রথম ত্রিপুরায় স্থায়ী পুনর্বাসন প্রাপ্ত শরণার্থী ভোটাররা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। শান্তিপূর্ণভাবে তাঁরা ভোট প্রদান করেছেন।

ভোটকেন্দ্রে মৌমাছির হামলা, আহত বেশ কয়েকজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৬ এপ্রিল : ভোট কেন্দ্রে মৌমাছির কামড়ে গুরুতর আহত হয়েছে বেশ কয়েকজন ভোটার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে গিয়ে দমকলকর্মীরা।আহতরা বর্তমানে খোয়াই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন।
ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, খোয়াই বিধানসভার ১৪ নং পোলিং স্টেশন বারবিল ঋষি পাড়ায় মৌমাছির এলোপাথাড়ি আক্রমণে প্রায় বেশ কয়েকজন ভোটার আহত হয়েছে। এদিন ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার কিছুক্ষন পর মৌমাছিরা ভোটারদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। সাথে সাথে ঘটনাস্থলে গিয়েছে খোয়াই দমকল কর্মীরা। আহতদের উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

প্রিসাইডিং অফিসার সাময়িক বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ এপ্রিল : নির্বাচনী কাজে অনিয়মের অভিযোগে চাকরী থেকে সাময়িক বরখাস্ত জনৈক প্রিসাইডিং অফিসার। তাঁকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক অফিসে তলব করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ১৩ নম্বর পোলিং স্টেশনের (নইতালিম হাই স্কুলের) প্রিসাইডিং অফিসার অজিত চন্দ্র দাসকে চাকরী থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। নির্বাচনী আচরণবিধি লংঘন করায় জন্য বরখাস্ত করা হয়েছে।তাঁকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক অফিসে তলব করা হয়েছে।

বুথকর্মীদের মালা পড়িয়ে সম্মান জানালেন বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকার

বাঁকুড়া, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : বুথস্তরের কর্মীদের মালা পড়িয়ে সম্মান জানালেন বিজেপি প্রার্থী ডাঃ সুভাষ সরকার। পাশাপাশি আগামী নির্বাচনে তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী থেকে ভোটারদের সতর্ক করলেন তিনি। শুক্রবার সকালে বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডাঃ সুভাষ সরকার তালডাংরা বিধানসভার হাঁড়মাসড়া গ্রামে এক কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত বুথ সভাপতি ও কর্মীদের সতর্ক করে বলেন, তৃণমুল সিপিআইএমের থেকেও বেশি ভয়ঙ্কর। কারণ সিপিআইএম ভোট কেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রিগিং করতো। আর তৃণমূল সেসবের ধার ধারে না। ওঁরা সন্ত্রাস করে ভয়ভীতি দেখিয়ে বুথের ভিতরে ছাপ্পা মারবে। সেইসব তৃণমূলী গুন্ডাদের কিভাবে রাজনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করে শান্ত করতে হবে তার কিছু কৌশলও তিনি এদিন বাতলে দেন। এরফলে বুথ স্তরের কর্মীরা থেকে অন্যান্য বিজেপি কর্মী তথা যারা সংগঠনের আসল কান্ডারী তাঁরা সাহস ও ভরসা পায়। এরপর তিনি প্রত্যেক বুথ সভাপতিকে ফুলের মালা পড়িয়ে সম্মান জানান। এটাই বিজেপির গঠনতন্ত্রের মূল ভিত্তি বলে ডা: সুভাষ সরকার বলেন, এরাই আমাদের শক্তি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও এদের জন্য গর্বিত।

ফের মাস্টার প্ল্যান নিয়ে ঘাটালবাসীকে আশ্বাস মমতার

পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : এবার দেব জিতলে মাস্টার প্ল্যান নিয়ে ঘাটালবাসীর দীর্ঘ অপেক্ষার শেষ হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৪ সাল থেকে ঘাটালের সাংসদ অভিনেতা দেব। এবারও তিনি ওই আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী।
শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলায় নির্বাচনী জনসভা করেন তৃণমূল নেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সেই সভার মঞ্চ থেকে এই প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। জানান, দেব-জুন জিতলে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান করে দেবেন। এ দিন মমতা যেখানে সভা করেন, সেই এলাকা ঘাটাল লোকসভার মধ্যেই পড়ে। ফলে তিনি যখন মাস্টার প্ল্যান নিয়ে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, সেই সময় মঞ্চেই উপস্থিত ছিলেন দেব।
বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের দাবি দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে উঠছে। প্রতিটি ভোটেই এই মাস্টার প্ল্যানের বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রতিটি রাজনৈতিক দলই দেয়। তৃণমূলও গত দু'বার দিয়েছে। সেটাই আবার শোনা গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। একই সঙ্গে তিনি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত না হওয়া নিয়ে দায় চাপিয়েছেন কেন্দ্রের উপরই।
ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত হলে পশ্চিম মেদিনীপুরের বড় অংশে তার প্রভাব পড়বে। সেই কারণেই জুন মালিয়ার প্রসঙ্গও পিংলার সভা থেকে তোলেন। দেবের সঙ্গে জুনের হয়েও ভোট চেয়ে নেন। পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম লোকসভা আসনেও তৃণমূলকে জেতানোর আহ্বান জানান তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধায় বলেন, "এবার দেব জিতলে, জুন জিতলে, ঝাড় গ্রামে জিতলে, আমি মেদিনীপুরকে উপহার দেব ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান।"

সিপিএম পোলিং এজেন্ট বাড়িতে হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল : গতকাল রাতে ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ১৭ নং পোলিং স্টেশন (বালুছড়া) এলাকায় সিপিএম পোলিংএজেন্ট নিত্য রঞ্জন বিশ্বাসের বাড়িতে দুষ্কৃতীকারীরা হামলা চালিয়েছে। লোকসভা ভোটের আগের দিন রাতে মন্ত্রী বিকাশের নির্বাচনী কেন্দ্রে অর্থাৎ ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ১৭ নং পোলিং স্টেশন (বালুছড়া) এলাকায় সিপিআইএম সমর্থিত পোলিং এজেন্ট নিত্য রঞ্জন বিশ্বাসের বাড়িতে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব চালিয়েছে।এমনটাই অভিযোগ সিপিআইএম দলের পোলিং এজেন্টের।
তাঁর অভিযোগ, হুমকি প্রদর্শন করা হয়েছে যাতে নিত্য রঞ্জন বিশ্বাস সহ তাঁর পরিবার যেন ভোট দিতে না যায়। এ বিষয়ে তিনি তেলিয়ামুড়া থানা পুলিশের শরণাপন্ন ও হয়েছেন।

বিশালগড়ে খাদ্য ও মেট্রোলজি দপ্তরের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৬ এপ্রিল: বিশালগড় নিউ মার্কেটে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে খাদ্য ও মেট্রোলজি দপ্তরে অভিযান চালানো হয় শুক্রবার। রাজ্য খাদ্য দপ্তরের ডাইরেক্টর নির্মল অধিকারীর নির্দেশে বিশালগড় নিউ মার্কেটে শুক্রবার দুপুর বারোটায় খাদ্য ও মেট্রোলজি দপ্তরে আধিকারিকদের অভিযান চলে। জানাযায় বাজারে পেঁয়াজ আলু চিনি অধিক মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে এমনটাই গোপন খবর ছিলো প্রশাসনের আধিকারিকদের কাছে। সেই গোপন খবরের ভিত্তিতে প্রশাসনের আধিকারিকদের এই দিনের এই নিউমার্কেট বাজারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অভিযান চলে। এদিনের এই অভিযানে ছিলেন আগরতলা খাদ্য দপ্তরে ডেপুটি ডাইরেক্টর স্বপন দেববর্মা, ছিলেন লিগ্যাল মেট্রলজির অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্টোলার নিতা দেবনাথ, বিশালগড় মহকুমার ফুড সেফটি অফিসারগন। এদিনে বিশালগড় নিউমার্কেটে অভিযান চালিয়ে ৩টি দোকানে মূল্য তালিকা না ছিলনা , পাশাপাশি ৫টি দোকানকে লিগ্যাল মেট্রোলজির বিধি নিষেধ মান্যতা না দিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালানোর অভিযোগে ৫টি দোকানকে নোটিশ করা হয়। এদিকে খাদ্য দপ্তর ও মেট্রোলজি দপ্তরে কর্মীদের অভিযানের আগাম খবর পেয়ে অসাধু কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে অন্যত্র চলে যান।এদিন আধিকারিকরা বিশালগড় নিউ মার্কেট থেকে সোজা চলে আসেন বিশালগড় নিচের বাজার। বিশালগড় নিচের বাজার আসামাত্রই অনেক অসাধু ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে সোজা অন্যত্র চলে যান। বিশালগড় নিচের বাজারে একটি মিষ্টির দোকানে মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার ব্যবহার করায় পাশাপাশি অন্য ২ মুদির দোকানে ওজন মাপার যন্ত্র , লাইসেন্স সঠিক না থাকাই মোট ৩টি দোকানকে নোটিশ জারি করা হয়। প্রতিনিয়ত এ ধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে জানান খাদ্য দপ্তরে ডেপুটি ডাইরেক্টর স্বপন দেববর্মা।

ফের এক গাঁজা ব্যবসায়ী পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল: লেফুঙ্গা থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার বিহারী গাঁজা পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত এক গাঁজা কারবারি। লেফুঙ্গা থানার হাতে গ্রেপ্তার হওয়া ৪ বিহারী গাঁজা পাচারকারি চক্রের সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় এক গাঁজা পাচারকারি আটক গাঁজা সমেত।বৃহস্পতিবার রাতে লেফুঙ্গা থানার ওসি সহদেব দাসের নেতৃত্বে উদয় সেনাপতি এলাকাতে এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১১কেজি ৫০০গ্রাম শুকনো গাঁজা সমেত রাজেশ দেববর্মা নামে এক গাঁজা কারবারিকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়।এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন লেফুঙ্গা থানার ওসি সহদেব দাস, সাব ইন্সপেক্টর সূর্য মোহন দাস সহ বিশাল পুলিশ ও টি এস আর বাহিনীর জওয়ানরা। শুক্রবার লেফুঙ্গা থানায় সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত জানতে গিয়ে বলেন গত বুধবার লেফুঙ্গা থানা এলাকায় গাঁজা কিনতে এসে লেফুঙ্গা থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয় প্রতিবন্ধী মুখিয়া সমেত ৪ সদস্যের বিহারী গাঁজা চক্র তাদের বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তাদের গতকাল রিমান্ড দাবি করে আদালত থেকে রিমান্ড মঞ্জুর হলে তাদের সিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে উদয় সেনাপতি এলাকা থেকে অভিযান চালিয়ে রাজেশ দেববর্মা নামে এই গাঁজা পাচার চক্রের গাঁজা কারবারি রাজেশকে ধরতে সক্ষম হয় পুলিশ। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহন করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ফের সন্দেশখালি নিয়ে আইনি লড়াই কেন্দ্রীয় সংস্থা ও রাজ্যর

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : ফের সন্দেশখালি নিয়ে আইনি লড়াই শুরু হল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ও রাজ্য সরকারের। সন্দেশখালিতে নারী নির্য্যাতনের অভিযোগের তদন্তভার সিবিআই-কে দেওয়া হয়েছে কলকাতা হাই কোর্টের তরফে। সেই নির্দেশের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য সরকার।
সূত্রের খবর, আগামী ২৯ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিআর গভাই ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চে শুনানি হবে। জমি, ভেড়ি দখলের অভিযোগের পর সন্দেশখালিতে নারী নির্য্যাতনের অভিযোগের তদন্তও সিবিআই-কে দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। এই দায়িত্ব পাওয়ার পর বৃহস্পতিবারই নারী নির্য্যাতন ইস্যুতে এফআইআর দায়ের করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এ প্রসঙ্গে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ মেনে একটি ইমেল আইডি খোলা হয়েছিল সিবিআইয়ের তরফে। সেই ইমেল আইডি sandeshkhali @cbi.gov.in। এখানে সরাসরি অভিযোগ জানানো যাচ্ছে। সূত্রের খবর, এই ইমেল আইডি-তে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির মতো বেশ কয়েকটি অভিযোগ জমা পড়েছে। আর সেসব অভিযোগের ভিত্তিতে সিবিআই এফআইআর দায়ের করেছে বলে খবর।
শুক্রবার জানা গিয়েছে, এই এফআইআর দায়েরের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সন্দেশখালিতে নারী নির্য্যাতন ইস্যুতে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হল রাজ্য সরকার। এই বিষয়ে সিবিআই তদন্তের বিরোধিতা করেছে রাজ্য প্রশাসন। সেই মামলা গৃহীত হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। বিচারপতি বিআর গভাই ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চে আগামী ২৯ এপ্রিল শুনানি।

বাণীবিদ্যাপীঠ বালিকা বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিট-এর অভিনব উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল: রামনগর রোড নং-৪ এ অবস্থিত বাণীবিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিট-এর প্রোগ্রাম অফিসার শ্যামল দে নেতৃত্বে ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবী যে অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা নিঃসন্দেহে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের প্রশংসার দাবী রাখে। তাদের শ্লোগান হল -বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও, হর ঘর মে বেটি আও, বেটি হ্যা তো কাল হে- এই স্লোগানকে সামনে রেখে বর্ডার গোলচক্কর এলাকার শিবকালী মন্দিরে ৫০ জন দুঃস্থ বালিকাকে নিয়ে এক শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রথমে শিক্ষক শ্রী শ্যামল দে আজকের এই শিবিরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন ২২শে জানুয়ারি, ২০১৫ইং সানে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দামোদর মোদি হরিয়ানার পানী পথে এই শ্লোগানের যথার্থতা প্রতিপাদন করেন এবং প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। কন্যা সন্তানদের উন্নয়নে তিনি বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবন করেন-যার মধ্যে রয়েছে বৃত্তি প্রদান থেকে শুরু করে আরও বিভিন্ন সুযেগ সুবিধা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণ স্মরণীয় করে রখেতে পাঁচটি করে বৃক্ষরোপণ যা প্রকারান্তরে পরিবেশকে সুরক্ষণ কবরে। মূল কথা হচ্ছে কন্যা সন্তানকে সমাজ যেন যথাযথ মর্যাদা দেয়। তারা মোটেই উপেক্ষনী নয়। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রাদিতেও তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। সেই বৈদিক যুগের অপালা, বিশ্ববোরা, মেষা এবং আর ও অন্যান্য বিদুষী মহিলারা এখনও আমাদের স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। এছাড়া মনুসংহিতায় ও বলা হয়েছে যে সংসারে নারীদের সম্মান করা হয় না সেই সংসারে লক্ষ্মী বিরাজ করে না। মূল কথা হচ্ছে সমাজকে আমরা সচেতন করতে চাই যে সমাজের সুষ্ঠু গঠনে নারীর ভূমিকা আবশ্যই প্রয়োজনীয়। মেয়েরা সমাজের বোঝা নয় বরং সমাজের আশীর্বাদ। এরা আর ঘরে বসে নেই। পৃথিবীর যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজে এদেরও অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। এই উপলক্ষ্যে আজ এই নির্ধারিত স্থানে ৫০ জন মেয়েকে এই অসহ্য গরমে অনন্ত: সাময়িক শান্তির জন্য ৫০০ গ্রাম ওজনের ৫০ প্যাকেট গ্লুকোজ ডি বিতরণ করা হয়।এই অনুষ্ঠানে ওদের মায়েরাও উপস্থিত থেকে এই ধরনের অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অনুধাবন করেন মেয়েদের সার্বিক উন্নয়নে তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার আশ্বাস দেয়।

করিমগঞ্জ আসনের অধীন হাইলাকান্দির এক ভোট কেন্দ্রে অকালমৃত্যু পোলিং এজেন্টের

হাইলাকান্দি (অসম), ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : করিমগঞ্জ সংসদীয় আসনের অন্তর্গত হাইলাকান্দি জেলার কাটলিছড়া বিধানসভা এলাকার অসম-মিজোরাম সীমান্তবর্তী একটি বুথে অকালে মৃত্যুবরণ করেছেন এআইইউডিএফ-এর পোলিং এজেন্ট। নিহতকে বছর ৪৩-এর ফারুখ হুসেন লস্কর বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি ভিডিপি-কর্মীও ছিলেন।
হাইলাকান্দি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এস বরুয়া জানান, এআইইউডিএফ-এর পোলিং এজেন্ট ছাড়াও ফারুখ হুসেন লস্কর গ্রামরক্ষী বাহিনীর একজন নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছে, অসম-মিজোরাম সীমান্তবর্তী ঝালনাছড়া রামনাথপুর নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্রে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বরুয়া জানান, সরকারিভাবে ভোটের কোনও কাজের দায়িত্ব ফারুখ হুসেন লস্করকে দেওয়া হয়নি। তবু স্বতঃপ্রণোদিতভাবে আজ সকাল সকাল তিনি ওই ভোটকেন্দ্রে গিয়ে দলীয় এজেন্টের দায়িত্বপালনে যাওয়ার আগে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের সহযোগিতা করছিলেন। যথারীতি সকাল সাতটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হয়। এর কিছুক্ষণ পর আচমকা মাটিতে ঢলে পড়েন ফারুখ হুসেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় নিকটবর্তী হাসপাতালে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হাসপাতালের ডাক্তার তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হাসপাতালের ডাক্তারদের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি জানান, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলেই মৃত্যু হয়েছে ফারুখ হুসেন লস্করের। এর পর তাঁর মৃতদেহের ময়না তদন্ত করতে নিয়ে আসা হয় হাইলাকান্দি জেলা সদরে সন্তোষ কুমার রায় অসামরিক হাসপাতালে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

ফের সন্দেশখালি-কাণ্ডে কড়া প্রতিক্রিয়া তৃণমূলের

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : মেঝে খুঁড়তেই অস্ত্রভাণ্ডার ! আর তার জেরে লোকসভা ভোটের মুখে ফের শিরোনামে সন্দেশখালি। শেখ শাহজাহান ""ঘনিষ্ঠে""র আত্মীয়ের বাড়ি এবং বাড়ি লাগোয়া ভেড়ি ঘিরে রেখেছে এনএসজি। তল্লাশি অভিযানের নেপথ্যে অবশ্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র দেখছে তৃণমূল। ভোটের মুখে ""সাজানো নাটক"" বলেই কটাক্ষ কুণাল ঘোষের। কুণাল ঘোষ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "ইস্যু জিইয়ে রাখার জন্য পরিকল্পিত চক্রান্তে অতি নাটকীয় কাজকর্ম করে ভোট প্রভাবিত করার চেষ্টা হচ্ছে দিল্লির তরফ থেকে। আগাম সাজানো নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। খবর ছড়িয়ে, যন্ত্র নামিয়ে বাজার গরম করছে। পুলিশের আরও সতর্ক থাকা দরকার।" গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার সন্দেশখালির আগারহাটির মল্লিকপাড়ায় হানা দেয় সিবিআই। স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য হাফিজুল খাঁর ভগ্নিপতি আবু তালেব মোল্লার বাড়িতে পৌঁছয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। হাফিজুল খাঁ আবার শেখ শাহজাহান 'ঘনিষ্ঠ' বলেই খবর। কেন্দ্রীয় বাহিনী গোটা বাড়ি ঘিরে ফেলে। সঙ্গে যান বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরাও। রহস্যময় বাড়ির মেঝে খুঁড়ে ফেলা হয়। সূত্রের খবর, একটি বাক্সের ভিতর প্যাকেটবন্দি অবস্থায় বেশ কিছু পরিমাণ বিদেশি অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। বোমাও উদ্ধার করা হয়েছে। বিকেলের দিকে ওই এলাকায় গিয়ে পৌঁছয় এনএসজি। স্নিফার ডগও নিয়ে যাওয়া হয় এলাকায়। প্রায় ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিটের তল্লাশিতে একটি রহস্যময় ব্যাগ বাড়ি থেকে বের করে এনএসজির রোবট।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।